# বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৪

## নারীপক্ষ

নীলু স্কোয়ার (৫ম তলা), বাড়ী- ৭৫, সড়ক- ৫/এ, সাত মসজিদ রোড, ধানমণ্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯

ফোন: ০২-৪১০২৩৯৮৫, ০২-৪১০২৩৯৮৬, ০২-৪১০২৩৯৮৭

# সূচিপত্র


| বিষয় | পাতা নং |
|---|---|
| সভানেত্রীর কথা | ০২ |
| নারীপক্ষ'র পরিচিতি | ০৩ |
| আমাদের অর্জনসমূহ | ০৪ |
| নারীপক্ষ'র নিয়মিত কর্মসূচি: সভা | ০৫ |
| দুই দিনব্যাপী বীরাঙ্গনা সম্মিলন | ০৬ |
| বিভিন্ন সভা, সেমিনার ও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ | ০৬ |
| মুক্ত ফোরাম | ০৭ |
| আলোর স্মরণে কাটুক আঁধার | ০৮ |
| আন্তর্জাতিক নারী দিবস: নারীর সুরক্ষায় বিনিয়োগ বৃদ্ধি করুন | ০৯ |
| নাসরীন হক স্মারক বক্তৃতা | ০৯ |
| নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রতিবাদ দিবস উদযাপন | ১০ |
| শিক্ষা বৃত্তি | ১১ |
| নারীপক্ষ'র ৪০ বছর পূর্তি উদযাপন: মোরা আকাশের মতো বাধাহীন | ১১ |
| ৪১ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন | ১২ |
| 'নারী আন্দোলনের দাবিনামা' প্রকাশনা | ১৩ |
| প্রতিবাদ বিবৃতি, শোকবার্তা ও অভিনন্দনপত্র প্রেরণ | ১৩ |
| নারীপক্ষ'র কর্মক্ষেত্র ভিত্তিক প্রকল্পসমূহের তথ্য | ১৩ |
| বিশেষ কর্মসূচি | ১৬ |
| নারীপক্ষ'র কর্মএলাকা | ১৮ |
| বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্পের সহযোগী সংগঠনের তালিকা | ১৯ |
| বাংলাদেশের যুদ্ধসন্তানদের সাথে সংহতির আহ্বান | ২০ |
| নারীপক্ষ'র কর্মীদল | ২১ |
| নারীপক্ষ'র চলমান অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম | ২১ |
| আমাদের শিক্ষণ | ২১ |
| সীমাবদ্ধতা ও সম্ভাবনা | ২২ |
| নারীপক্ষ'র নতুন প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা | ২২ |
| আমাদের সফলতার গল্প | ২২ |
| নারীপক্ষ'র কাঠামো | ২৪ |
| আর্থিক প্রতিবেদন | ২৫-২৮ |

# বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৪

প্রতিবেদন প্রণয়ন

**নাসিমা আক্তার**

পরিকল্পনা ও সমন্বয়

**রীতা দাশ রায়**, প্রকল্প সম্পাদক ও সদস্য, নারীপক্ষ

**কামরুন নাহার**, প্রকল্প পরিচালক, নারীপক্ষ'র সাংগঠনিক শক্তিবৃদ্ধি ও কর্মজাল প্রসার কর্মসূচি ও সদস্য, নারীপক্ষ

# সভানেত্রীর কথা

নারীপক্ষ'র বাৎসরিক প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে বার্ষিক আলোচনা সভা এবং দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপন করা হয়।

নারীপক্ষ'র ৪০ বছর পূর্তিতে এবার প্রথমবারের মতো জুলাই ২০২৩ থেকে জুন ২০২৪ পর্যন্ত আমরা বাৎসরিক প্রতিবেদন সমন্বিতভাবে প্রকাশ করছি। এই প্রতিবেদনে নারীপক্ষ'র বিভিন্ন আন্দোলনমূখী কর্মকান্ড, নিয়মিত কর্মসূচি ছাড়াও নারীপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যক্রম সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এই প্রতিবেদনটি পড়লে নারীপক্ষ'র সামগ্রিক কর্মকান্ডের একটি ধারণা পাওয়া যাবে। এই প্রতিবেদনটি প্রকাশের উদ্যোগ এবং নির্দেশাবলি দিয়েছেন রীতা দাশ রায়, প্রকল্প সম্পাদক, নারীপক্ষ, তাকে জানাচ্ছি ধন্যবাদ। নির্দেশনা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকল্পের সমন্বয়কারী, পরিচালক ও কর্মীদের পরিশ্রমের ফসল এই প্রতিবেদন। তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

**গীতা দাস**

সভানেত্রী, নারীপক্ষ

# নারীপক্ষ'র পরিচিতি

## নারীপক্ষ'র বিশেষত্ব

১. জীবন অভিজ্ঞতা বিশ্লেষনভিত্তিক কর্মসূচি
২. নেতৃত্ব বিকাশ ও বিস্তৃতি
৩. সমষ্টিগত সিদ্ধান্তগ্রহণ
৪. প্রত্যেকের মত প্রকাশের পরিবেশ
৫. মানবাধিকার, নারীবাদী চেতনা ও বিশ্লেষণভিত্তিক কর্মসূচি ও আন্দোলন
৬. চিন্তা-চেতনার প্রচার ও প্রসার

## নারীপক্ষ'র স্বপ্ন

বাংলাদেশের নারী পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রে অধিকারসম্পন্ন নাগরিক ও মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ হিসেবে গণ্য হবে।

## নারীপক্ষ'র আকাঙ্ক্ষা

নারীপক্ষ বাংলাদেশে নারী-অধিকার প্রতিষ্ঠা ও নারীর সামাজিক অবস্থান পরিবর্তনে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করবে।

## নারীপক্ষ'র লক্ষ্য

বাংলাদেশের সকল নারী পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে অধিকারসম্পন্ন নাগরিক ও মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ হিসেবে গণ্য হবে।

বাংলাদেশে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা ও নারীর সামাজিক অবস্থান রূপান্তর প্রক্রিয়ায় নারীপক্ষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

## নারীপক্ষ'র উদ্দেশ্য

**উদ্দেশ্য-১**

দেশব্যাপী নারী আন্দোলন শক্তিশালীকরণে নারীপক্ষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

**উদ্দেশ্য-২**

সুনির্দিষ্ট ও ভিন্নধর্মী কর্মসূচির মাধ্যমে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে নারীর সমঅধিকার ও সমমর্যাদা অর্জনে নারীপক্ষ কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

## সংগঠনের মূল্যবোধ ও মূলনীতি

১. ইহজাগতিকতা, ধর্মনিরপেক্ষতা ও অসাম্প্রদায়িকতা
২. বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল
৩. বৈষম্যহীনতা
৪. গণতন্ত্রের চর্চা
৫. স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা
৬. মুক্ত চিন্তা-চেতনা

## এ বছরের প্রকাশনা সমূহ:

১. বীরাঙ্গনা বোনদের উপর নির্মিত তথ্যচিত্র 'ত্রিবেণী' এবং 'আর কতবার বলবো'
২. ড: জাফরুল্লাহ চৌধুরীর জীবন ও কর্ম
৩. নারীপক্ষ'র উল্লেখযোগ্য ১০টি শ্লোগানের ইতিহাস নিয়ে তৈরিকৃত ভিডিও ডকুমেন্টারি '১০টি শ্লোগান'

# আমাদের অর্জনসমূহ

- তারুণ্যের কণ্ঠস্বর প্ল্যাটফর্ম ২৪টি উপজেলায় সংগঠিত হয়েছে;
- ৩০টি স্থানীয় নারী সংগঠন (Civil Society Organization-CSO) প্রকল্পের সহযোগী হিসেবে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে;
- ১৬০ জন নারী-পুরুষ এবং শ্রমিক সজাগ সাথী হিসেবে ভূমিকা রাখছেন;
- ৯০ জন নারী এবং ১০০ জন পুরুষ কর্মকর্তাসহ মোট ১৯০ জন আত্মশক্তি বৃদ্ধির কৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে ৩০টি কারখানায় নিরাপদ কর্মপরিবেশ তৈরিতে কাজ করছেন;
- দুই দিনব্যাপী বীরাঙ্গনা সম্মিলনে ১৩টি জেলা থেকে ৩৮জন বীরাঙ্গনা বোন অংশগ্রহণ করেন;
- সজাগ এর মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে ১,৫১,৬৩৩ ও পরোক্ষভাবে ৫,৫০,০৭০ জন এর নিকট পৌঁছানো;
- নারী আন্দোলনে সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে যুক্ত করে নারী আন্দোলনে ভিন্ন মাত্রা আনা হয়েছে।

# নারীপক্ষ'র নিয়মিত কর্মসূচি: সভা

**সভাসমূহ:**

**(ক) মাসিক বৈঠক:** মাসের প্রথম মঙ্গলবার নারীপক্ষ'র মাসিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, প্রতিবেদনকালে ১২ টি মাসিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

**(খ) সাপ্তাহিক বৈঠক:** মাসের প্রথম মঙ্গলবার বাদে প্রতি মঙ্গলবার সাপ্তাহিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সরকারী ছুটিকালীন সাপ্তাহিক বৈঠক করা হয়নি।

**গ) বার্ষিক আলোচনা ও দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভা:** ৩০ নভেম্বর এবং ১ ও ২ ডিসেম্বর ২০২৩ নারীপক্ষ'র বার্ষিক আলোচনা ও দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভা গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র, ঢাকা-এর সভাকক্ষে আয়োজন করা হয়।

**ঘ) বিষয়ভিত্তিক কর্মশালা ও আলোচনা:** মোট ৩টি বিষয়ভিত্তিক কর্মশালা ও আলোচনা হয়েছে। প্রথমটি ৯-১০ মে ২০২৪ মীমাংসিত ও অমীমাংসিত বিষয় নিয়ে আলোচনা। দ্বিতীয়টি ২ জুন ২০২৪ ইহজাগতিক রাষ্ট্র ও সম্প্রীতি বিষয়ক কর্মশালা। তৃতীয়টি ৮ জুন ২০২৪ আচরণ বিধিমালা বিষয়ে কর্মীদের জন্য কর্মশালা।

**ঙ) নির্বাহী পরিষদ বৈঠক:** মোট ৪টি বৈঠক হয়েছে।

১১ মে ২০২৪-এর বৈঠকে নতুন সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদন ও বীরাঙ্গনা স্মারক স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়।

**চ) কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী কমিটির বৈঠক:** প্রতিবেদন কালে মোট ২১টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

**ছ) ব্যবস্থাপনা বৈঠক:** প্রতিবেদন কালে মোট ৭টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

**জ) কর্মী বৈঠক:** নারীপক্ষ'র সকল প্রকল্পের কর্মীদের নিয়ে প্রতি মাসে একটি কর্মী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে কর্মী ব্যবস্থাপনা বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এমন বৈঠক ১২টি অনুষ্ঠিত হয়।

## দুই দিনব্যাপী 'বীরাঙ্গনা সম্মিলন'

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের বীরাঙ্গনাদের যথাযোগ্য সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং তাঁদের আর্থিক স্বচ্ছলতার সাথে জীবন যাপন সক্ষমতার জন্য রাষ্ট্র যাতে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করে সেই বিষয়ে নারীপক্ষ সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে ২০১১ সাল থেকে যোগাযোগ ও এ্যাডভোকেসী করেছে। বীরাঙ্গনা নামাকরণ বিষয়ে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী দূরীভূত করে তাদের মর্যাদা ও সম্মান পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার বিষয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে মতবিনিময়সভা করেছে। যুদ্ধাপরাধের বিচারকার্যে স্বাক্ষী হিসেবে বীরাঙ্গনাদের অন্তর্ভুক্ত করার আবেদন জানিয়ে 'আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালে' যোগাযোগ করেছে।

প্রতিবেদনকালে, ২-৩ মার্চ ২০২৪ নারীপক্ষ'র সাথে যুক্ত ১৩টি জেলার ৩৮ জন বীরাঙ্গনাকে নিয়ে সাভার গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রে বীরাঙ্গনা সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মিলনে বীরাঙ্গনা বোনদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়, নারীপক্ষ মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ এর সাথে যোগাযোগ সাপেক্ষে তাঁদের মেট্রো রেল ভ্রমণ করানো হয়। সম্মিলনে দুজন ২১ শে পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক ও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতিতে মুক্ত আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্বের মাধ্যমে বীরাঙ্গনা বোনেরা তাদের আশা, হতাশা ও বিভিন্ন মতামত তুলে ধরেন। এছাড়াও বীরাঙ্গনা বোনদের জাতীয় স্মৃতিসৌধে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে তাঁরা মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। এসকল কার্যক্রমের মাধ্যমে বীরাঙ্গনা বোনদের মধ্যে পারস্পরিক অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ও সংহতি তৈরি হয়েছে।

## বিভিন্ন সভা সেমিনার ও প্রশিক্ষণ অংশগ্রহণ

নারীপক্ষ'র উদ্যোগে স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্যোগে কর্মী, সদস্য ও প্রতিনিধিরা দেশি ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সভা, সেমিনার, প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা সফরে অংশগ্রহণ করে থাকেন। এতে তারা সমসাময়িক চ্যালেঞ্জ, নতুন কৌশল ও নীতিগত অগ্রগতির সঙ্গে পরিচিত হন এবং অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে কর্মপরিকল্পনা আরও কার্যকরভাবে বাস্তবায়নে সক্ষম হন।

২০২৩ সালের ৮-১৫ জুলাই বেনিনে অনুষ্ঠিত প্রকল্পের মধ্যবর্তীকালীন পর্যালোচনা সভায় প্রকল্প কর্মকর্তা মৌসুমী বেগম অংশগ্রহণ করেন। ১৭-২০ জুলাই রুয়ান্ডায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ঊর্ধ্বতন প্রকল্প কর্মকর্তা তাহ্সিন রহমান এবং মৌসুমী বেগম অংশ নেন।

২০২৩ সালের ২-৬ অক্টোবর মালয়েশিয়ায় আয়োজিত আঞ্চলিক ফোরামে প্রকল্প ব্যবস্থাপক মাকসুদা খাতুন ও ঝালকাঠি জেলার স্থানীয় সংগঠনের নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ হোসেন কামাল অংশগ্রহণ করেন। ১৫-২০ অক্টোবর নেপালে যৌন, প্রজনন এবং লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা

বিষয়ে জেন্ডার ট্রান্সফরমেটিভ এপ্রোচবিষয়ক প্রশিক্ষণে প্রকল্প কর্মকর্তা তাহ্‌সিন রহমান অংশ নেন।

১০-১১ নভেম্বর ২০২৩, প্রকল্প পরিচালক সামিয়া আফরীন একটি আন্তর্জাতিক থিমেটিক কনসালটেশনে অংশ নেন। ২০২৪ সালের ৩-৮ ফেব্রুয়ারি ব্যাংককে অনুষ্ঠিত আঞ্চলিক এনজিও ফোরাম ও ইউএন স্কোপ সভায় তিনি অংশ নেন।

১৮-২০ মার্চ ২০২৪ ব্যাংককে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক যুব সম্মেলনে 'তারুণ্যের কণ্ঠস্বর'-এর সদস্য জহিরুল ইসলাম ও জোবায়ের ইসলাম অংশ নেন। ৯-২৩ মার্চ নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত UN CSW68 এবং ২৯ এপ্রিল-৪ মে UN CPD57 সম্মেলনে প্রকল্প পরিচালক সামিয়া আফরীন এবং থিম লিডার (স্বাস্থ্য) তাসনীম আজীম অংশ নেন।

সবশেষে, ৫-১০ মে ২০২৪ ইন্দোনেশিয়ায় "সামগ্রিক বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা" বিষয়ে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সফরে প্রকল্প ব্যবস্থাপক মাকসুদা খাতুন অংশগ্রহণ করেন।

এই সকল সভা সেমিনার ও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং কৌশলগত চিন্তা-ভাবনাকে সমৃদ্ধ করেছে। ফলে তারা নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে অর্জিত অভিজ্ঞতা প্রয়োগের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে আরও কার্যকর ও ফলপ্রসূ করতে সক্ষম হচ্ছেন।

## মুক্ত ফোরাম

নারীপক্ষ ২০২৪ সালে চারটি গুরুত্বপূর্ণ মুক্ত ফোরামের আয়োজন করে। প্রথমটি ছিল "কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা: নারীর ঝুঁকি ও সম্ভাবনা।" ৩০ জানুয়ারি ২০২৪ এ আয়োজিত মুক্তফোরামটির বক্তা ছিলেন নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রিক্যাল ও কম্পিউটার প্রকৌশল বিভাগ এর অধ্যাপক ড. নোভা আহম্মেদ এবং একই বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা গবেষক তাহসীন মাইশা। যেখানে আলোচকরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সুবিধা যেমন: শিক্ষায় সহায়তা, নারীদের অনলাইন ব্যবসার প্রসার, ডেটা বিশ্লেষণ প্রভৃতির পাশাপাশি সম্ভাব্য ঝুঁকি-সাইবার অপরাধ, ফেক আইডি, গোপনীয়তা লঙ্ঘন ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করেন। এই ফোরামে প্রযুক্তির উন্নয়নের সঙ্গে নারীর নিরাপত্তা ও অধিকার নিশ্চিত করার কৌশল নিয়ে আলোচনা হয়।

দ্বিতীয় আলোচনায় ভারতের নারী আন্দোলনের বর্তমান চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা হয়। বক্তা ছিলেন দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজশাস্ত্র বিভাগ থেকে অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক রাজনী পালড়িওয়ালা। তিনি দক্ষিণ এশিয়ার সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে নারীবাদী সংগ্রামের সীমাবদ্ধতা, কৃষি আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণ, হিন্দুত্ববাদের উত্থানে সংখ্যালঘু নারীর বিপন্নতা, আয় হ্রাস ও সামাজিক অবমূল্যায়নের প্রভাব তুলে ধরেন। তিনি রাষ্ট্র ও সমাজের অংশগ্রহণে নারী আন্দোলনের নতুন রূপরেখা নির্মাণের ওপর গুরুত্ব দেন।

তৃতীয়টি ছিল "আফগান নারীর জীবন সংগ্রাম" শীর্ষক, যেখানে আফগান দুই শিক্ষার্থী এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর ওমেন, চট্টগ্রাম এ পড়ুয়া ফাতিমা হাসিমি ও মারিয়াম মেহরী তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে তালেবান শাসনের অধীনে নারীদের দুঃসহ বাস্তবতা তুলে ধরেন। তারা জানান, কীভাবে আফগান নারীরা শিক্ষা, চাকরি, চলাফেরা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং রাষ্ট্রীয় নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। সেই সঙ্গে প্রতিবাদী আফগান নারীদের সাহসিকতা ও আন্তর্জাতিক সহায়তার প্রয়োজনীয়তার কথাও উঠে আসে আলোচনায়।

চতুর্থ আলোচনায় "প্রতিবন্ধকতার শিকার নারীর উপর সহিংসতা" বিষয়ে আলোচনা হয়। সভায় আলোচক ছিলেন রওনক জাহান ঊষা (নারী উদ্যোক্তা), তাহমিনা রহমান জেন্ডার স্পেশালিস্ট, কাবেরী সুলতানা, বিজনেজ ডেভলমেন্ট অফিসার, অ্যাকসেস বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন এবং আশরাফুন নাহার মিষ্টি, নির্বাহী পরিচালক, Women with Disabilities Development Foundation (WDDF)। বক্তারা জানান, প্রতিবন্ধী নারীরা শুধু লিঙ্গ নয়, শারীরিক সক্ষমতা নিয়েও বৈষম্যের মুখোমুখি হন। তাদের প্রতি সহিংসতা অনেক সময় সমাজে অদৃশ্য থেকে যায়। আলোচকরা তাদের মর্যাদার সাথে সমাজে অন্তর্ভুক্তির প্রক্রিয়া, রাষ্ট্রের করণীয় ও সামাজিক মনোভাব পরিবর্তনের উপায় নিয়ে মত দেন। এই ফোরামে প্রতিবন্ধী নারীদের নারীমুক্তি আন্দোলনে সম্পৃক্ত করার গুরুত্বও জোরালোভাবে তুলে ধরা হয়।

## আলোর স্মরণে কাটুক আঁধার

১৯৮৮ সাল থেকে প্রতি বছর ডিসেম্বর মাসে বিজয় দিবসের প্রাক্কালে মুক্তিযুদ্ধে হারিয়ে যাওয়া স্বজনদের স্মরণে বিভিন্ন প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ধারণ করে নারীপক্ষ নিয়মিতভাবে 'আলোর স্মরণে কাটুক আঁধার' অনুষ্ঠানটি উদযাপন করে আসছে। গত ২৩ ডিসেম্বর ২০২৩ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অনুষ্ঠিত এবারের 'আলোর স্মরণে কাটুক আঁধার' এর প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল 'নির্বাচনকে ঘিরে সহিংসতা থেকে নারী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সুরক্ষা নিশ্চিত করুন'। নারীপক্ষ সদস্য ও কর্মী এবং উপস্থিত অতিথিবৃন্দ স্মৃতিচারণ, ঘোষণাপত্র পাঠ, কবিতা আবৃত্তি এর মাধমে নারীপক্ষ মুক্তিযুদ্ধে হারিয়ে যাওয়া স্বজনদের স্মরণ করে। নির্বাচনপূর্ব-পরবর্তি ও নির্বাচনকালীন সহিংসতা থেকে নারী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সুরক্ষা নিশ্চিতে তাদের দাবী তুলে ধরেন এবং নারী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষায় নারী আন্দোলন জোরদার করার ব্যাপারে প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। চার ঘন্টাব্যপী এ অনুষ্ঠানে প্রতিবছরের মতোই প্রচুর জনসমাগম ঘটে, শিল্পী, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক গণমাধ্যম কর্মীগণও এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

# আন্তর্জাতিক নারী দিবস: নারীর সুরক্ষায় বিনিয়োগ বৃদ্ধি করুন

আন্তর্জাতিক নারী দিবস কমিটির আয়োজনে এবারের নারীদিবসের প্রতিপাদ্য ছিল 'নারীর সুরক্ষায় বিনিয়োগ বৃদ্ধি করুন'। একজন নারী পরিবারে কন্যা, স্ত্রী, মা হিসেবে সেবা কাজে অনেক সময় ব্যয় করেন। তিনি যদি কর্মজীবী নারী হন তাহলে দিনের ১৮-২০ ঘন্টা তাকে ঘরে-বাইরে সমানভাবে কাজ করতে হয়। সর্বোপরি, মানব প্রজন্ম রক্ষায় সন্তান জন্মদানসহ লালন-পালন করার মূল দায়িত্বটিও নারীরই। পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অবদান গুরুত্বপূর্ণ অথচ নারীর মর্যাদাপূর্ণ ও সুরক্ষিত জীবনের জন্য পরিবার ও রাষ্ট্রের কোথাও পর্যাপ্ত বিনিয়োগ নেই। নারীপক্ষ নারীর সার্বিক সুরক্ষা ও পরিপূর্ণ মানুষের মর্যাদা নিশ্চিতে শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে, যানবাহন ও যাতায়াত পথসহ পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দের দাবী জানায়। ৫ মার্চ ২০২৪ আন্তর্জাতিক নারী দিবস কমিটির আয়োজনে পদযাত্রা করা হয়। পদযাত্রাটি

উদ্যানে গিয়ে শেষ হয়। পদযাত্রা শেষে ঘোষণাপত্র পাঠ করা হয়। পদযাত্রায় নারীদিবস কমিটির অন্তর্ভুক্ত ৫০টি সংগঠনের প্রতিনিধিসহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশা, বয়স, বিভিন্ন লিঙ্গ বৈচিত্র্যময় জনগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও উন্নয়ন সংগঠনের প্রায় ৫০০ জন অংশগ্রহণ করেন।

# নাসরীন হক স্মারক বক্তৃতা

২০০৬ সালের ২৪ এপ্রিল নারীপক্ষ সদস্য নারী আন্দোলনের একনিষ্ঠ কর্মী এবং তৎকালীণ এ্যাকশন এইড বাংলাদেশের দেশীয় পরিচালক নাসরীন হকের অকাল মৃত্যুতে নারী অধিকার আন্দোলনের অপূরণীয় ক্ষতিসাধন হয়। ২০২১ সাল থেকে নারীপক্ষ তাঁর জন্মদিনে প্রতিবছর 'নাসরীন হক স্মারক বক্তৃতা' আয়োজন করে থাকে। এবছর ১৮ নভেম্বর ২০২৩ 'দক্ষিণ এশিয়ায় নারী আন্দোলন নির্মাণের প্রচেষ্টা' শীর্ষক 'নাসরীন হক স্মারক বক্তৃতা' আন্তর্জালে অনুষ্ঠিত হয়।

এবারের বক্তা ছিলেন খাওয়ার মমতাজ, প্রতিষ্ঠাতা সদস্য - উইমেনস একশন ফোরাম, পাকিস্তান ও সাবেক সভাপতি, জাতীয় মহিলা কমিশন, পাকিস্তান । অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ফিরদৌস আজীম। খাওয়ার মমতাজ বলেন, প্রতিটি দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অবস্থান ও জাতি গঠনের উদ্যোগে নারীদের স্বাধীন কণ্ঠস্বরের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। তিনি আরো বলেন- দক্ষিণ এশিয়ার ৮টি দেশের নারী সংগঠনগুলো একসাথে মিলিতভাবে কাজ করলে

একটি শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব। নাসরীন হক স্মারক বক্তৃতায় অন্তর্জালে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তিরা যুক্ত হয়ে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্নোত্তর ও আলোচনার মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ায় নারী আন্দোলন বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা লাভ করেন। এই কর্মসূচির সংবাদ ৪টি প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রকাশিত হয়েছে।

## নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রতিবাদ দিবস উদযাপন

জাতিসংঘ কর্তৃক ২৫ শে নভেম্বরকে International Day for the Elimination of Violence against Women হিসেবে ঘোষণার পর থেকেই নারীপক্ষ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দিবসটি পালন করে আসছে।

এ বছর ২৫ নভেম্বর ২০২৩ শনিবার 'নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রতিবাদ দিবস' ৪৬টি সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত "নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রতিবাদ দিবস কমিটি" এর মাধ্যমে "আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে নারীর উপর সহিংসতার আশঙ্কা: প্রতিরোধ গড়ুন, প্রতিবাদ করুন"- এই প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে পালন করা হয়। নারীপক্ষের নেতৃত্বে ঢাকাসহ সারা দেশব্যাপী সহযোগী সংগঠন ও নারী সংগঠনসমূহের জাতীয় নেটওয়ার্ক ফাউন্ডেশন (দুর্বার) এর মাধ্যমে মোট ৬০ জেলায় দিবসটি পালন করা হয়েছে।

এদিন বিকাল ৪টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ ঘোষণাপত্র পাঠ, শ্লোগান ও প্রচারপত্র বিতরণ এর মাধ্যমে দিবসটি পালন করা হয়। এ অনুষ্ঠানে যুদ্ধাক্রান্ত ফিলিস্তিনিদের, বিশেষত গাজাবাসীর অপরিসীম প্রত্যয় ও সাহসের প্রতি সংহতি জানিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত গাজাবাসীর প্রতি সহমর্মিতা জ্ঞাপন করা হয়। যুদ্ধে নিহত সকল ফিলিস্তিনির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং তাদের শোকার্ত পরিবারবর্গ ও নিকটজনের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে ১ মিনিট নীরববতা পালন করা হয়।

নাচ, কবিতা, গান ও শ্লোগান এর মধ্যদিয়ে শেষ হয় এই বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি। শ্লোগান গুলো ছিল- শ্লোগান গুলো ছিল- মাঠে ঘাটে বাসে ট্রেনে, নারীর স্থান সবখানে; নারী নির্যাতন রুখবো সবে, হাত আছে হাতিয়ার হবে; রাষ্ট্র এবং পরিবারে, সমান হব অধিকারে; নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে, রুখে দাঁড়াও একসাথে; রাতের বেড়া ভাঙবো, স্বাধীনভাবে চলব; সইবো নাকো আমরা আর, নারীর দেহে অত্যাচার; ভাঙ্গো নারী লজ্জা ভয়, মানবোনা আর পরাজয়; এই হোক অঙ্গীকার, নারী নির্যাতন নয় আর।"

# শিক্ষা বৃত্তি

নারীপক্ষ ২০২১ সাল থেকে প্রয়াত সদস্যদের নামে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পাঠরত নারী শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষাবৃত্তি দিয়ে আসছে। এবছর যেসকল সদস্যদের নামে শিক্ষাবৃত্তি দেয়া হয় তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়:

**১. করুণা সমাদ্দার শিক্ষা বৃত্তি:** স্বাস্থ্যকর্মী, নারীস্বাস্থ্য আন্দোলনের সক্রিয় সদস্য। অবদান: গর্ভবতী ও প্রসূতি নারীদের জন্য ক্লিনিক স্থাপন

বৃত্তিপ্রাপ্ত: হাসনা হেনা (ডিপ্লোমা ইন নার্সিং, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র)

**২. লুৎফুন নাহার আজাদ শিক্ষা বৃত্তি:** এসডিপি-র প্রতিষ্ঠাতা, নারী অধিকারকর্মী। অবদান: মা ও শিশু স্বাস্থ্য প্রকল্প, চার দশকের কর্মজীবন

বৃত্তিপ্রাপ্ত: সানজিদা মাসুদ (অনুজীব বিজ্ঞান, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়)

**৩. নাসরীন হক শিক্ষাবৃত্তি:** মানবতাবাদী, স্পষ্টবাদী, সমাজ পরিবর্তনে উদ্যোগী। অবদান: প্রান্তিক মানুষের পাশে দাঁড়ানো, সমাজে ভালোবাসা ও সাহস ছড়ানো

বৃত্তিপ্রাপ্ত: রাবিত্রী হাসদা (কম্পিউটার সাইন্স এ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়)

**৪. রোকেয়া বুলি শিক্ষাবৃত্তি:** নারী স্বাস্থ্য উন্নয়ন সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা। অবদান: নারীর স্বাস্থ্যসেবা ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা

বৃত্তিপ্রাপ্ত: পূজা রায় (চিকিৎসাশাস্ত্র, শহীদ এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ)

# নারীপক্ষ'র ৪০ বছর পূর্তি উদযাপন: "মোরা আকাশের মতো বাধাহীন"

## ক. তরুণ নারী সম্মেলন

গত ১৩-১৫ জুলাই ২০২৩, সাভার, ঢাকায় নারীপক্ষ আয়োজিত ৩ দিনব্যাপী সম্মেলনে ২০০ তরুণ নারীসহ ৩০০ জন নারী অধিকারকর্মী অংশ নেন। সম্মেলনের লক্ষ্য ছিল টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ অনুযায়ী নারীর অবস্থান পরিবর্তনে তরুণদের সম্পৃক্ততা বাড়ানো।

**সম্মেলনের মূল বিষয় ছিল:**

১. সহিংসতা মুক্ত জীবন
২. স্বাস্থ্য ও অধিকার
৩. অর্থনৈতিক অধিকার
৪. পরিবেশ ও নারী
৫. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

কর্মশালার সুপারিশগুলো নারীপক্ষের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত হবে।

## খ. বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

অনুষ্ঠানটি গত ৪ নভেম্বর ২০২৩, বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গনে শুরু হয় নারীপক্ষ'র সভানেত্রী তাসনিম আজীমের স্বাগত বক্তব্য দিয়ে। এরপর নারীপক্ষ'র ৪০ বছরের আন্দোলনের ইতিহাস নিয়ে একটি প্রামাণ্যচিত্র দেখানো হয়।

ফিলিস্তিনে চলমান হামলার প্রতিবাদ ও সংহতি প্রকাশ করেন সদস্য শিরীন হক। তিনি বলেন, "এই যুদ্ধ একপাক্ষিক ধ্বংসযজ্ঞ এবং জাতিগত নিধনের শামিল।"

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে পরিবেশিত হয়: দলীয় গান (জলতরঙ্গ), নাটক (ডলস হাউস, সংশপ্তক), আবৃত্তি (কবি জাহেদা খানমের 'নারী'), লাঠিখেলা ও অন্যান্য পরিবেশনা।

অনুষ্ঠানটি নারী আন্দোলনে সাংস্কৃতিক চেতনার সংযুক্তি ঘটায় এবং সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক আরও গভীর করে।

### গ. গণমাধ্যম নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মতবিনিময় সভা

১৩ মে ২০২৪, সিরডাপ মিলনায়তনে নারীপক্ষের ৪০ বছরের অভিজ্ঞতা ও অর্জন শেয়ার করতে গণমাধ্যমের সম্পাদক, বার্তা প্রধান ও রিপোর্টারদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাটি সঞ্চালনা করেন গীতা দাস। উপস্থাপনা করেন সামিয়া আফরীন ও কামরুন নাহার। আলোচনায় নারীপক্ষের ভূমিকা, সাফল্য এবং গণমাধ্যমের ভূমিকা নিয়ে বক্তব্য রাখেন গোলাম মোর্তুজা, শ্যামল দত্ত, সাজ্জাদ হোসেন, মুস্তাফিজ শফি ও ড. মো. গোলাম রহমান। আলোচনা শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সাফিয়া আজীম। মোট ২৮ জন গণমাধ্যম প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

### ঘ. নারী শিল্পীদের পরিবেশনায় 'নারী কনসার্ট:

নারীপক্ষ'র ৪০ বছর পূর্তির অংশ হিসেবে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে নারী শিল্পীদের পরিবেশনায় ৮ মার্চ ২০২৪, ধানমন্ডি রবীন্দ্র সরোবরে বিকেল ৪:৩০ থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত 'নারী কনসার্ট ধানমন্ডীস্থ রবীন্দ্র সরোবরে আয়োজন করা হয়। এই কর্মসূচিতে সঙ্গীত পরিবেশন করেন বিশিষ্ট লোকসঙ্গীত শিল্পী কাঙ্গালিনী সুফিয়া ও চিরকুট ব্যান্ড এর সুমী। খোলা মাঠে প্রায় ৫ হাজার দর্শক সমাগম হয়, এতে সর্বস্তরের লোকজনের কাছে নারীপক্ষ'র পরিচিতি বৃদ্ধি পেয়েছে।

## ৪১ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

১০ মে ২০২৪ সদস্য ও কর্মীদের অংশগ্রহণে নারীপক্ষের ৪১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করা হয়। আলোচনা, স্মৃতিচারণ এবং দলীয় সংহতির মধ্য দিয়ে দিনটি উদযাপিত হয়।

এ অনুষ্ঠানে নারীপক্ষ কর্মী ও সদস্যগণ আনন্দঘন পরিবেশ নিজেদের মধ্যে আলোচনা-স্মৃতিচারণ ও দলীয় সংহতি বৃদ্ধি কার্যক্রমসহ একত্রে নৈশভোজে অংশ নেন।

## ‘নারী আন্দোলনের দাবিনামা’ প্রকাশনা

৪ পৌষ ১৪৩০/১৯ ডিসেম্বর ২০২৩ ঢাকার সিরডাপ মিলনায়তনে ‘বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের দাবিনামা’র প্রকাশনা অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। নারী আন্দোলনের দাবিনামার মূল বিষয়গুলো উপস্থাপন করেন মাহীন সুলতান, সদস্য, নারীপক্ষ। এরপর দাবিনামা তৈরির সাথে যুক্ত বিভিন্ন সংগঠনের প্রধানগণ নারী আন্দোলনের অভিজ্ঞতা বিনিময় ও দাবিসমূহের স্বপক্ষে তাদের বক্তব্য ও ঐক্যমত্য তুলে ধরেন।

## প্রতিবাদ বিবৃতি, শোকবার্তা ও অভিনন্দনপত্র প্রেরণ

নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা, নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ, নারীর স্বার্থবিরোধী নীতি, আইন বা কার্যকলাপের বিরোধিতা করে নারীপক্ষ গণমাধ্যম ও সরকারের সিদ্ধান্তগ্রহণকারী পর্যায়ে প্রতিবাদ-বিবৃতি দিয়ে থাকে। প্রতিবেদন সময়ে মোট ৮টি প্রতিবাদ-বিবৃতি প্রধান প্রধান দৈনিক পত্রিকায় পাঠানো হয়েছে এবং নারীপক্ষ’র ওয়েবসাইট, ফেসবুক এবং সদস্যদের ই-মেইলে দেওয়া হয়েছে। প্রতিবাদ বিবৃতিগুলো নিম্নরূপ:

১. ২৭ আষাঢ় ১৪৩০/১১ জুলাই ২০২৩ - শিক্ষার্থী খাদিজাতুল কুবরার মুক্তি ও ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিলের দাবি।

২. ১৫ শ্রাবণ ১৪৩০/৩০ জুলাই ২০২৩ - রিয়াদে সেফহোমে ধর্ষণ ও নির্যাতনের ঘটনার বিচারের দাবি।

৩. ১৮ শ্রাবণ ১৪৩০/২ আগস্ট ২০২৩ - খুলনায় নারী ফুটবলারদের উপর হামলার প্রতিবাদ।

৪. ৮ আশ্বিন ১৪৩০/২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩ - নারীবিদ্বেষী বক্তব্যের বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপের আহ্বান।

৫. ১৯ আশ্বিন ১৪৩০/৪ অক্টোবর ২০২৩ - চারণকবি রাধাপদ রায়ের উপর হামলার নিন্দা ও বিচার দাবি।

৬. ১৬ কার্তিক ১৪৩০/১ নভেম্বর ২০২৩ - ফিলিস্তিনে ইসরাইলি হামলার বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের প্রতিবাদ।

৭. ২৯ মাঘ ১৪৩০/১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ - গৃহকর্মী প্রীতি উরাং-এর মৃত্যুর সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার দাবি।

৮. ১৭ বৈশাখ ১৪৩১৩০ এপ্রিল ২০২৪ - লালন সংগীতের অপব্যাখ্যা করে গ্রেফতার ও হয়রানির প্রতিবাদ।

৯. ২৩ মাঘ ১৪৩০/৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ - সুবর্ণচর ও জাহাঙ্গীরনগরে ধর্ষণের ঘটনার প্রতিবাদে অবস্থান কর্মসূচি।

এই বিবৃতিগুলো নারীপক্ষের নীতিগত অবস্থান ও দেনদরবার কার্যক্রমের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

## নারীপক্ষ’র কর্মক্ষেত্র ভিত্তিক প্রকল্পসমূহের তথ্য

নারী আন্দোলনকে বেগবান করতে সংগঠনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জনে নারীপক্ষ নিজ আদর্শের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সম্পূরক প্রকল্প পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করে থাকে। এ সকল প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় অর্থ সমমনা দাতা সংস্থার সহযোগিতায় যোগাড় করে থাকে। এছাড়া জরুরি বা অতি-প্রয়োজনীয় প্রকল্প/কর্মসূচি নারীপক্ষ নিজস্ব তহবিল থেকে, বন্ধু-শুভাকাঙ্ক্ষীদের অনুদান গ্রহণের মাধ্যমেও বাস্তবায়ন করে থাকে। নারী অধিকার আন্দোলন নিয়ে নারীপক্ষ’র যে ভাবনা, তার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ কোনো প্রকল্প/কার্যক্রম নারীপক্ষ সতর্কভাবে এড়িয়ে চলে।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে নারীপক্ষ বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ নিম্নরূপ:

### ৬.১ সহিংসতামুক্ত নারীর জীবন

নারীর প্রতি বৈষম্যের ব্যাপকতা ও গভীরতার কারণে নারী নিজ ঘরে, বাইরে বা কর্মক্ষেত্রসহ সর্বত্র অনিরাপদ। নারী জীবনব্যাপী শারীরিক, মানসিক, যৌন, ইত্যাদি বহুমাত্রিক সহিংসতার শিকার হয়।

৬.১.১ নারীপক্ষ’র কাজের অন্যতম বিষয় ‘সহিংসতামুক্ত নারীর জীবন’কে এগিয়ে নিতে ১৮-৩৫ বছর বয়সের তরুণ নারীদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, তরুণ সম্মেলন, গণমাধ্যম কর্মীদের সাথে মতবিনিময় সভায় পত্রিকা ও

টেলিভিশনে কর্মরত নারী ও পুরুষ গণমাধ্যম কর্মী যারা মাঠ পর্যায়ে নারীর উপর সহিংসতা বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ ও প্রতিবেদন তৈরি করেন তাদের নিয়ে ভাষায় লিঙ্গীয় বৈষম্য বিষয়ে বিস্তারিত ধারণা দেয়া হয়। এ সকল কর্মসূচির ফলে তরুণরা দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ পেয়ে আত্মবিশ্বাসী হয়েছে। নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে নারীর উপর সহিংসতা ও নারীর প্রতি বৈষম্যকে চিহ্নিত করে নিজেদের অধিকার আদায়ে লড়াই করছেন। তারা থানা ও হাসপাতালে গিয়ে নির্যাতনের শিকার নারীকে সেবা পেতে সহায়তা করছেন এবং বাল্যবিবাহ, যৌন হযরানী, পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধে দুর্বার নেটওয়ার্ক, স্কুল কর্তৃপক্ষ, থানা ও ইউনিয়ন পরিষদের সহযোগিতায় কাজ করছেন।

৬.১.২ নারীর এগিয়ে চলা প্রকল্প (Women Gaining Ground Project) এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে নারীর অধিকার আদায়ে নতুন প্রজন্মের তরুণ নারীকর্মী তৈরি করা যাতে তাঁরা স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় জনগণকে যুক্ত করে নারীর উপর সহিংসতা রোধ ও নারীর অধিকার আদায়ে কাজ করে নারীদের দাবি-দাওয়া তুলে ধরতে পারেন ।

এ বছর নারীর যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবার উপর তরুণ তরুণনেতাদের সাথে কর্মশালা করা হয়। কর্মশালার প্রাপ্ত জ্ঞান নারীদলের সদস্যদের নিকট তুলে ধরা হয়েছে। তারা নিজেরা যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যগত সমস্যার সেবাগ্রহণ করছেন, অন্যকে সেবাগ্রহণে পরামর্শ দিচ্ছেন। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধনী) আইন ২০০৩, পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ আইন, গ্রাম আদালত, পর্ণোগ্রাফি আইন, সাইবার সিকিউরিটি আইন, নির্যাতনের শিকার নারীর সেবা ব্যবস্থাপনায় থানা ও হাসপাতালের ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়ে তরুণ নারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অংশগ্রহণকারীগণ তাদের অভিজ্ঞতা, নারীদলের সদ্যদের নিকট তুলে ধরছেন এবং সহিংসতার শিকার নারীদের সেবা পেতে সহায়তা করছেন। এছাড়াও স্থানীয় সাংবাদিক, ব্লগার, তরুণ নারীনেতাদের নিয়ে তথ্য সংরক্ষণ ও বিনিময় কর্মশালার কারণে তরুণ নারীদের বিভিন্ন কার্যক্রমে সাংবাদিকগণের অংশগ্রহণ ও সংবাদ প্রচার বেড়েছে। নারীর উপর সহিংসতা প্রতিরোধ, দিবস উদযাপন, নারীদের সভা সমাবেশে তরুণ নারীনেতাদের অংশগ্রহণ, নারী নির্যাতন বন্ধে সচেতনতা তৈরিতে নারীর অধিকার, নারী নিরাপত্তা, সরকারি সেবার তথ্য দেওয়াল লিখনের মাধ্যমে নারীর উপর সহিংসতা রোধ, নারীর স্বাস্থ্য, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে তরুণদের অংশগ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে সরকারি সেবাদানকারী, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, গণ্যমান্য ব্যক্তিদের ভূমিকা, টকশো স্থানীয় ও জাতীয় ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচার করে সেবাগ্রহণে অভিগম্যতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। কনসোর্টিয়ামভুক্ত সংগঠনের অংশগ্রহণে মাঠপর্যায়ের কার্যক্রমে তরুণ নারীদের ভূমিকা ও নারীর অধিকার আন্দোলনে তরুণ নারীদের সম্পৃক্ততা বিষয়ক টকশো জাতীয় টেলিভিশনে সম্প্রচার হয়। এরফলে, নারীপক্ষ ও প্রকল্পের কার্যক্রম, তরুণদের ভূমিকা, ভবিষ্যৎ ভাবনা সম্পর্কে সাধারণ জনগণ অবগত হয়েছে। নারীর উপর সহিংসতা রোধ, নারীর স্বাস্থ্য, মাঠ পর্যায়ের তথ্য উপাত্ত নিয়ে সেবাদানকারীদের সাথে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে এডভোকেসি সভা আয়োজন হয়। সভা পরবর্তী সরকারি প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিবর্গের সাথে তরুণ নারীনেতাদের সম্পর্ক উন্নয়ন হয়েছে। তারা সরকারি সেবা গ্রহণের পাশাপাশি অন্যদের সেবা পেতে সহযোগিতা করছেন।

৬.১.৩ প্রান্তিক নারীর অধিকার আন্দোলন শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের উদ্দেশ্য যৌনকর্মীদের মানবাধিকার রক্ষার দাবিতে তৈরীকৃত মোর্চা 'সংহতি' কে পুনরুজ্জীবিত ও আন্দোলনমুখী করে বিভিন্ন বৈষম্য ও ক্ষতিকারক নীতি নিরসনে বিভিন্ন ষ্টেকহোল্ডারদের সংহতি'র আন্দোলনে যুক্ত করা; যৌনকর্মী সংগঠনগুলোর শক্তিশালী নতুন নেতৃত্ব তৈরীতে কাজ করা এ প্রকল্পের মাধ্যমে 'সংহতি'র সদস্যদের সাথে সভা ও কর্মশালা করা; 'সংহতি'র সভা নিয়মিতকরণ এবং ৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন, যৌনকর্মী সংগঠনের সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধিতে সংগঠনের কমিটি ও স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সভা, যৌনকর্মীদের মানবাধিকার রক্ষায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এবং সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে সভা, গণমাধ্যমের সাথে সভা ও কর্মশালা, ভ্যাম্প ইনস্টিটিউট এর সাথে সভা, নারীপক্ষ এবং Sex Workers and Allies South Asia [SWASA]) এর আয়োজনে যৌনকর্ম: পেশা বা কর্ম? নারী আন্দোলনের অমীমাংসিত বিষয় নিয়ে আবাসিক মতবিনিময় সভার আয়োজন, নির্বাচিত ১০টি যৌনকর্মী সংগঠনের প্রতিনিধিদের সাথে অবহিতকরণ সভার আয়োজন করা হয়।

### ৬.২ নারীর অর্থনৈতিক অধিকার

নারীপক্ষ নারীর অর্থনৈতিক অধিকার কর্মসূচির অধীনে ২টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। পোশাক শিল্পে নারী শ্রমিকের ন্যায্যতা প্রাপ্তি (Promoting gender justice for women workers in the Readymade Garment Sector) ও ২) পোশাক শিল্পে কর্মরত নারী শ্রমিকের অধিকার অগ্রগতি প্রকল্প (Advancing the rights of women garment workers)

'পোশাক শিল্পে নারী শ্রমিকের ন্যায্যতা প্রাপ্তি' ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এর অর্থায়নে একটি ৩৬ মাস (জানুয়ারি ২০২২ থেকে ডিসেম্বর ২০২৪) মেয়াদী প্রকল্প যা' সাভার, কালিয়াকৈর, গাজীপুর সদর, মির্জাপুর ও ভালুকা এলাকায় বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পের লক্ষ্য: কর্মক্ষেত্রে বিশেষ করে তৈরি পোশাক শিল্পে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ এবং উদ্দেশ্য হলো তৈরি পোশাক কারখানা ও গণপরিবেশে নারীর প্রতি সহিংসতা কমিয়ে আনতে এবং জেন্ডারভিত্তিক সমতা প্রতিষ্ঠা করতে নারী পোশাককর্মীদের অধিকার রক্ষায় কাজ করছে এমন নারী প্রধান সংগঠনের (সিএসও) সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে।

এ কর্মসূচির মাধ্যমে পোশাকশিল্প কর্মক্ষেত্রে সহিংসতা ও যৌন হয়রানি, বৈষম্যমূলক আচরণ প্রতিরোধ এবং নারী শ্রমিকের মানসিক ও আইনী সেবাগ্রহণের অভিগম্যতা বৃদ্ধি করা; নারী শ্রমিকদের যাতায়াত, বসবাস এবং উন্মুক্ত স্থান সহিংসতা থেকে মুক্ত করা; শ্রম আইন অনুযায়ী লিঙ্গবান্ধব কর্মক্ষেত্র তৈরির মাধ্যমে লিঙ্গ বৈষম্য ও ন্যায়বিচারের জন্য শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে স্টেকহোল্ডার, ব্রান্ড, ক্রেতা এবং সরকারি কর্তৃপক্ষকে সহিংসতা প্রতিরোধে দায়বদ্ধ ও জবাবদিহিতার ক্ষেত্র তৈরি করা।

মূল কার্যক্রমসমূহ সহভাগীদের সক্ষমতা উন্নয়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক প্রস্তুতিতে সহায়তা, জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার ঘটনার প্রতিরোধে শ্রমিকদের 'শ্রমিক-জিজ্ঞাসা' অ্যাপ ব্যবহারে উৎসাহিত করা; হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী অভিযোগ কমিটি গঠন, নিরাপত্তা কমিটি শক্তিশালীকরণ এবং কারখানা পর্যায়ে জেন্ডার অডিট পরিচালনা করা, পোশাক শ্রমিকদের সম্পর্কে ইতিবাচক সামাজিক মূল্যবোধের প্রচার করা এবং নিরাপদ গণপরিবেশ নিশ্চিত করা, কর্মএলাকার ৭টি স্থানে স্থানীয় পোশাক শ্রমিক, নারীউদ্যোক্তা, ছাত্রী, সজাগ সাথীসহ ৪৯ জনের অংশগ্রহণে নিরাপত্তা নিরীক্ষা (জেন্ডার সেফটি অডিট) করাও গুরুত্বপূর্ণ স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি। এছাড়াও কর্মক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা নিশ্চিত করা এবং জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন ও পরিবর্তনের জন্য প্রমাণভিত্তিক গবেষণা করে নীতিমালা প্রণয়ণকারীদের প্রভাবিত করার লক্ষ্যে মিডিয়া এবং অন্যান্য মাধ্যমে সভা ও প্রচারণামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

### ৬.৩ নারীর স্বাস্থ্য ও অধিকার

নারীর স্বাস্থ্য ও অধিকার ক্ষেত্রের উদ্দেশ্য অর্জনে নারীপক্ষ এবছর নিম্নোক্ত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করেছে:

৬.৩.১ অধিকার এখানে, এখনই (Rights Here Rights Now) প্রকল্প

দাতা সংস্থা Rutgers নেদারল্যান্ড এর অর্থায়নে ও দেশীয় সমন্বয়কারী ব্র্যাক এর সাথে জুন ২০২১- থেকে অক্টোবর ২০২৫ পরিকল্পিত অধিকার এখানে অধিকার এখনই প্রকল্পের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: তরুণদের দক্ষতাবৃদ্ধির মাধ্যমে তরুণদের সিদ্ধান্তগ্রহণ ও অধিকার আদায়ে গণজাগরণ তৈরী এবং এজন্যে সরকারী নীতি ও সুশীল সমাজকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে অধিকার এখানে, এখনই প্রকল্প কাজ করে। এ প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী হচ্ছে তরুণদের সক্ষমতাবৃদ্ধি কার্যক্রম, স্থানীয় পর্যায় ১৪৪ টি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র থেকে তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণা ও বিদ্যালয় স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ক আলোচনায় তরুণদের সম্পৃক্ত করণ, স্থানীয় স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতা তৈরীর জন্য ৫৪ টি স্বাস্থ্য বিষয়ক স্থায়ী কমিটিতে ৮২ জন তরুণকে দেনদরবারের মাধ্যমে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তকরণ, ও ১০টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের স্বাস্থ্যসেবার বর্তমান অবস্থা নিয়ে সময় টেলিভিশনে ১৭ অক্টোবর ২০২৩ সংবাদ প্রচারে সহায়তা। এছাড়াও প্রকল্প কর্মএলাকার মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং মাদ্রাসায় যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার বিষয়ক প্রচারাভিযান এবং আন্তর্জাতিক যুব দিবস উদযাপন এবং এ সংবাদ জাতীয়, স্থানীয় পত্রিকায় ও জাতীয় টেলিভিশনে প্রচার।

**৬.৩.২ ইসলামের দৃষ্টিতে মাসিক নিয়মিতকরণ:** মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোর ভালো চর্চা ও অনুশীলন বিনিময় প্রকল্প

এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরাপদ মাসিক নিয়মিতকরণ

সেবা প্রাপ্তিতে বাধা ও বিরোধীপক্ষ চিহ্নিতকরণ, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোতে এই সেবায় নারীর অভিগম্যতা বিষয়ক সর্বোত্তম অনুশীলন ও ভালো চর্চাগুলো খুজে বের করা এবং অন্য মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোর সাথে বিনিময় করা, যাতে তারা এই উদাহরণগুলো ব্যবহার করে স্ব স্ব দেশে দেনদরবার করতে পারে।

এ প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহ হচ্ছে সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্যক্রম, প্রকল্পের নেতৃত্ব প্রদানকারী সংগঠন হিসাবে, প্রকল্পের অগ্রগতি নিরীক্ষণের জন্য একটি পরীবিক্ষণ কাঠামো তৈরি করা, প্রকল্পের অংশীজন Shirkat Gah (Pakistan) এবং AMPF (Morocco) এর কার্যক্রমের ট্র্যাক রাখার সুবিধার্থে তাদেরকে পরীবিক্ষণ কাঠামো সম্পর্কে ধারণাদান এবং প্রতি ছয় মাস অন্তর তাদের কাছ থেকে প্রকল্পটি উদ্দেশ্য পূরণের এবং ফলাফলের অর্জনের পথে রয়েছে কিনা সে বিষয়ে প্রতিবেদন গ্রহন করা ।

এছাড়াও ম্যাপিং কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশে নিরাপদ মাসিক নিয়মিতকরণ সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করছেন এমন ৩০ জন চ্যাম্পিয়ন নির্বাচন , ২৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক নিরাপদ মাসিক নিয়মিতকরণ দিবস উদযাপন, ৪৩টি সংগঠনের তথ্য সংগ্রহ করে ২৮টি সংগঠনকে সমমনা সহযোগী সংগঠন হিসাবে মাসিক নিয়মিতকরণ সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে দেনদরবার এর লক্ষ্যে জোট সেবা গ্রহণে নারীর অভিগম্যতায় বাধা, চ্যালেঞ্জ এবং বিরোধীপক্ষ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণার মাধ্যমে দেনদরবার কার্যক্রম। আন্তর্জাতিক দেনদরবারের অংশ হিসাবে, AmplifyChange এর আয়োজনে "2024 Global Safe Abortion Dialogue" কনফারেন্সে নারীপক্ষ "Oppositions to Women's Access to Safe Abortion in Bangladesh, Morocco and Pakistan: Findings from Mapping Reports" এর উপরে একটি উপস্থাপনা প্রদান করে।

### ৬.৩.৩ নারী ও তরুণদের মানসম্মত পরিবার পরিকল্পনা ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প

এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে শরণার্থী শিবিরের রোহিঙ্গা নারী, তরুণী ও কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা প্রদান যাতে নিজেরাই নিজেদের শরীর সর্ম্পকে সিদ্ধান্ত নিতে এবং প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক সেবা গ্রহণে যেসব সুযোগ ও বাধা আছে তা চিহ্নিত করার মাধ্যমে অধিকারভিত্তিক মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী করতে পারে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে কর্ম এলাকার ৮৫৪৮ জন রোহিঙ্গা নারীকে পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে সচেতন করা হয়েছে। সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে পরিবার পরিকল্পনা সেবা নেয়ার জন্য হাসপাতালে গেছেন মোট ৩৮৬ জন নারী। তাদের মধ্যে বড়ি নিয়েছে ১৮৬ জন, ইনজেকশন ১৭৬ জন, ইমপ্ল্যান্ট ৫ জন, আইইউডি ৩ জন, কনডম ১৬ জন। হাসপাতালে সন্তান প্রসব করিয়েছেন ৬৯ জন নারী। রোহিঙ্গা নারী, কিশোরী ও তরুণীগণ যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য, মাসিক ব্যবস্থাপনা, নারীর উপর সহিংসতা ও নারীর অধিকার সম্পর্কে সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ নিয়েছেন, ফলে তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। মানবাধিকার, জেন্ডার সংবেদনশীল এবং মানসম্মত ও অধিকারভিত্তিক সেবা প্রদান বিষয়ে ক্যাম্প ১৫'তে সমমনা সংগঠনে কর্মরত ডাক্তার, নার্স, প্যারামেডিকদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে, ফলে তাদের সাথে যোগসূত্র তৈরী হয়েছে এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মানসম্মত ও অধিকারভিত্তিক সেবা প্রদানে অংশগ্রহণকারীগণ ভূমিকা রাখছেন। এছাড়াও পরিবার পরিকল্পনা, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা, মানবাধিকার ও জেন্ডার সংবেদনশীলতা বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য স্বেচ্ছাসেবীদের প্রশিক্ষণ কর্মএলাকার নারী ও কিশোরীদের সচেতনতা বৃদ্ধি , আন্তর্জাতিক নারী দিবস ও নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস উদযাপন , ক্যাম্প ১৫'তে কর্মরত অংশীজনদের সাথে নেটওয়ার্কিং সভা করা হয়।

## বিশেষ কর্মসূচি

**৬.৫ ইহজাগতিক রাষ্ট্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি:** এই বিষয়ে নারীপক্ষ সাংবাদিক ও কর্মীদের সাথে পৃথক ২টি কর্মশালা করে। এছাড়াও নারীর এগিয়ে চলা প্রকল্প থেকে পরিচালিত গবেষণায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

**৬.৬ '৭১ এর যে নারীদের ভুলেছি:** নারীপক্ষ আগস্ট ২০১১ সাল থেকে বীরাঙ্গনাদের নিয়ে '৭১ এর যে নারীদের ভুলেছি' কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে। পরিবারে ও সমাজে বীরাঙ্গনাদের মর্যাদা ও সম্মানের সাথে বসবাসের ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টি করা এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য। এই কর্মসূচির আওতায় এ যাবত সরকারি তালিকাভুক্ত নন এমন ১০০ জন বীরাঙ্গনার সাথে

যোগাযোগ স্থাপন করা হয়েছে এবং মাসিক আর্থিক সহায়তা, গৃহায়ন ও চিকিৎসা সহযোগিতা দেয়া হয়েছে। নারীপক্ষ'র বন্ধু স্বজনদের স্বেচ্ছাশ্রম ও স্বেচ্ছাদানে ও দাতা সংস্থা CAFOD, REDRESS এর আর্থিক সহায়তায় এই কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে।

**লক্ষ্য:** ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাক হানাদার বাহিনী এবং তাদের দোসর কর্তৃক ধর্ষণ ও নির্যাতনের শিকার নারীদের সম্মান, মর্যাদা এবং বেঁচে থাকা অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।

**উদ্দেশ্য:** বীরাঙ্গনাদের পাশে দাঁড়ানো: যে ক'জন বীরাঙ্গনাকে খুঁজে পাওয়া যায়, তারা যাতে ভালোভাবে বাঁচতে পারে সেই বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া, অন্ততঃপক্ষে তাদের প্রয়োজন মতো আর্থিক সহায়তা, গৃহায়ন ও স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা করা।

**সম্পাদিত কার্যক্রম:** বীরাঙ্গনা বোনদের তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ: নারীপক্ষ'র "সাংগঠনিক শক্তিবৃদ্ধি ও কর্মজাল প্রসার" প্রকল্পের আওতায় বীরাঙ্গনা বোনদের তথ্য সংগ্রহের কাজ চলছে। এ পর্যন্ত ৫৫ জন বীরাঙ্গনা বোনের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। অর্থনৈতিকভাবে অস্বচ্ছল বীরাঙ্গনা বোনদের আর্থিকভাবে নিরাপত্তা প্রদানের জন্য মাসিক আর্থিক সহায়তা অক্টোবর ২০২৩ হতে ৫০০০/- টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৮০০০/- টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। বর্তমানে ৫০ জন বীরাঙ্গনা বোনকে নারীপক্ষ এই সহায়তা প্রদান করছে। এছাড়াও বীরাঙ্গনাদের জীবনপ্রবাহ সংরক্ষণ ও ডকুমেন্টেশন করা হয়েছে, শীতের তীব্রতা বেড়ে য়াওয়ায় শীত নিবারণের জন্য ১১টি জেলার ৫৪ জন বীরাঙ্গনা বোনকে শীতবস্ত্র দেয়া হয়েছে ও দুইজন বীরাঙ্গনা বোনের ঘর মেরামত করে দেয়া হয়েছে।

হারিয়ে যাওয়া বীরাঙ্গনাদের সন্ধান ও তাদের প্রাপ্য সম্মান, মর্যাদা এবং বেঁচে থাকা অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার পদক্ষেপে নতুন ১৩ জন বীরাঙ্গনা বোনের সন্ধান পাওয়া গেছে (ঠাকুরগাঁও-৪ জন, মৌলভীবাজার-৩ জন, টাঙ্গাইল-১ জন, খুলনা-২ জন ও রাজশাহী-১ জন)। তাঁদের মধ্যে ঠাকুরগাঁও জেলার ৪ জন, খুলনা জেলার ২ জন, টাঙ্গাইল জেলার ১ জন বীরাঙ্গনা বোনকে নারীপক্ষ'র ভাতা প্রদানের তালিকায় যুক্ত করা হয়েছে। বাকীদেরকেও অর্থনৈতিক সহায়তার আওতায় আনার প্রক্রিয়া চলছে।

সাংগঠনিক শক্তিবৃদ্ধি ও কর্মজাল প্রসার প্রকল্প ও নারীপক্ষ'র বন্ধু স্বজনদের অনুদানে মেটাফোর প্রোডাকশান এর পরিচালক ও প্রযোজক তানহা জাফরীন এর পরিচালনায় ৩ জন বীরাঙ্গনার অতীত ও বর্তমান জীবন নিয়ে ৩০ মিনিট এর (সম্পূর্ণ উচ্চমাত্রায় ধারণকৃত-এইচডি) একটি প্রামাণ্যচিত্র তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

গত ২ জানুয়ারি ২০২৪ রাত ১:৩০ মিনিটে রাজশাহীর বীরাঙ্গনা নূরজাহান বেগম তাঁর নিজ বাসভবনে এবং ২৮ জানুয়ারি ২০২৪ রাত আনুমানিক ৪:০০ টায় ময়মনসিংহের বীরাঙ্গনা সুরবালা রানী/সুরবালা সিং তাঁর নিজ বাসভবনে মারা গেছেন। নূরজাহান বেগম গত অক্টোবর ২০২১ থেকে এবং সুরবালা রানী/সুরবালা সিং নভেম্বর ২০২১ থেকে নারীপক্ষ'র মাসিক আর্থিক সহায়তার আওতায় ছিলেন।

**৬.৭ যুদ্ধ সন্তান ১৯৭১:** ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালীন ব্যাপক ও সংঘবদ্ধ ধর্ষণের ফলে জন্ম নেয়া সন্তান 'যুদ্ধসন্তান'। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে তারা অনুপস্থিত, কারণ তাদের জন্ম ও অস্তিত্ব তৎকালীন সমাজে প্রত্যাশিত ছিল না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের মা'দের পরিবার ও সমাজ পরিত্যাগ, প্রত্যাখ্যান ও অস্বীকার করে। কিছুসংখ্যক যুদ্ধসন্তান দত্তক হয়ে বিদেশে আছে এবং বেশীসংখ্যকই এই দেশে নিগৃহীত ও নিপীড়িত জীবনযাপনে বাধ্য হয়েছে। যুদ্ধসন্তানদের জীবনের কথা ও পরিবার সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য নেই, যা আছে তাও সংগ্রহ করা দুষ্কর। এ অবস্থায় রাষ্ট্রীয় ও সামাজিকভাবে যুদ্ধসন্তানদের জন্ম অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নারীপক্ষ ২০২১ সালের মে মাসে যুদ্ধসন্তান '৭১ কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। নারীপক্ষ'র প্রত্যাশা এর ফলে যুদ্ধসন্তানদের জন্ম ও জীবন ইতিহাস খোঁজার একটি নিরাপদ জায়গা তৈরি হবে, যুদ্ধসন্তানদের প্রতি নিগ্রহ মোচনে বিভিন্ন সংশোধনী পদক্ষেপ, যুদ্ধসন্তানদের সাথে সংহতি বিস্তারে দেশে ও বিদেশে প্রচার, যুদ্ধসন্তান এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার প্রকাশ ও 'মায়ের পরিচয়ে সন্তানের পরিচয়' প্রতিষ্ঠায় জনমত তৈরি সম্ভব হবে। এ বছর নারীপক্ষ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে '৭১ এর যুদ্ধসন্তানদের সাথে যোগাযোগ শুরু করে এবং যুদ্ধসন্তানদের উপর একটি ফ্লায়ার তৈরি করেছে।

# বাংলাদেশের যুদ্ধসন্তানদের সাথে সংহতির আহ্বান

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালীন ব্যাপক ও সংঘবদ্ধ ধর্ষণের ফলে জন্ম নেয়া সন্তান এবং যে সকল ব্যক্তি ও সংগঠন শিশু অধিকার সমুন্নত রাখতে প্রতিশ্রুত তাদের প্রতি আমাদের এই বিশ্বব্যাপী আহ্বান আমরা জানি যে, এই যুদ্ধসন্তানেরা অনাহুত। তাদের জন্য ও অস্তিত্ব প্রত্যাশিত ছিল না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের মা'দের পরিবার এবং সমাজ পরিত্যাগ, প্রত্যাখ্যান এবং অস্বীকার করে। কিছুসংখ্যক যুদ্ধসান্তান দত্তক হয়ে বিদেশে আছে এবং বেশি সংখ্যকই এই দেশে নিগৃহীত ও নিপীড়িত জীবনযাপনে বাধ্য হয়েছে।

যুদ্ধসন্তানদের জীবনের কথা ও পরিবার সম্পর্কে আমাদের কাছে পর্যাপ্ত তথ্য নেই। ব্যক্তি মর্যাদা সমুন্নত রেখে এবং গোপনীয়তা রক্ষা করে তাদের জন্ম অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি উদ্যোগ নিয়েছে নারীপক্ষ। যার লক্ষ্য, দেশে-বিদেশে অবস্থানরত সকল যুদ্ধসন্তানদের পরিচয়কে নিঃশর্তভাবে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদান ও সমাজে সম্মানসূচক অবস্থানে স্থাপন করার মাধ্যমে তাদের প্রতি গত ৫১ বছরের রাষ্ট্রীয় অবহেলার অবসান ঘটানো। এই লক্ষ্য অর্জনে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে যুক্ত সকল ব্যক্তি ও সংগঠনকে এক কাতারে দাঁড়ানোর আহবান জানাচ্ছে নারীপক্ষ

**এই সামষ্টিক প্রচেষ্টা:**

- যুদ্ধসন্তানদের প্রতি ১৯৭১ পরবর্তী নিগ্রহ মোচনে একটি সংশোধনী পদক্ষেপ হিসেবে ব্যক্ত হবে;
- যুদ্ধসন্তানদের নিজেদের জন্ম ও জীবন ইতিহাস খোঁজার একটি নিরাপদ স্থান তৈরি করে দিবে;
- মুক্তিযুদ্ধের একটি অজানা অধ্যায় উন্মোচন করবে এবং এর ধারাবাহিকতায় যুদ্ধসন্তানদের মধ্যে গড়ে উঠবে পারস্পরিক সহজাত একাত্মতা।

এই বিশ্বব্যাপী আহবানের মাধ্যমে আমরা একটি ন্যায্য ও মানবিক বাংলাদেশ কল্পনা করতে পারি, যে দেশ তার সকল সন্তানের ঠিকানা হবে।

**যোগাযোগ করুন:**

warchildren71@naripokkho.org.bd
warchildren71@gmail.com

# নারীপক্ষ'র কর্মএলাকা

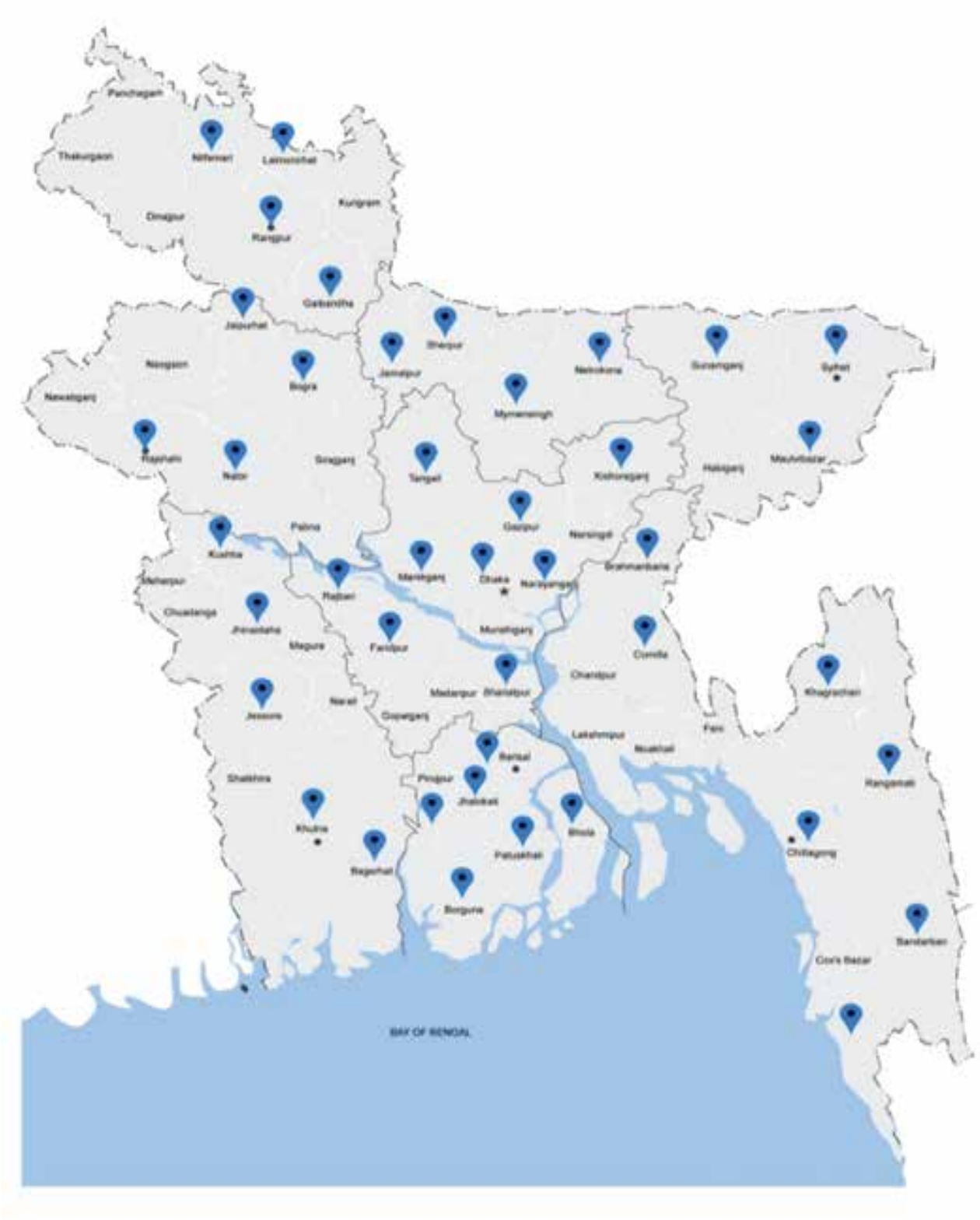

# বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্পের সহযোগী সংগঠন তালিকা

**ক. নারীপক্ষ'র সাংগঠনিক শক্তিবৃদ্ধি ও কর্মজাল প্রসার কর্মসূচি:**
নারী সংগঠনসমূহের নেটওয়ার্ক-দুর্বার এর সকল সদস্য সংগঠন

**খ প্রান্তিক নারীর অধিকার আন্দোলন শক্তিশালীকরণ প্রকল্প:**
১. সংহতি-৮৬টি নারী সংগঠন, মানবাধিকার সংগঠন, শ্রমিক সংগঠন, সাংস্কৃতিক সংগঠন, যৌনকর্ম সংগঠনের মানবাধিকার মোর্চা
২. উল্কা নারী সংঘ-ঢাকা
৩. কল্যাণময়ী নারী সংঘ-ঢাকা
৪. শুকতারা কল্যাণ সংস্থা(এসকেএস)-ময়মনসিংহ
৫. বঞ্চিতা মহিলা ও শিশু উন্নয়ন সংস্থা-যশোর
৬. পরশ মহিলা উন্নয়ন সংস্থা-রংপুর
৭. অক্ষয় নারী সংঘ-নারায়ণগঞ্জ
৮. নারী জাগরণী সংঘ-বানিসান্তা, মংলা, খুলনা
৯. অবহেলিত মহিলা ও শিশু উন্নয়ন সংস্থা-দৌলতদিয়া, রাজবাড়ী
১০. আলোর প্রদীপ নারী উন্নয়ন সংস্থা-সৈয়দপুর, নীলফামারী
১১. নারী মুক্তি সংঘ-টাঙ্গাইল

**গ. ইসলামের দৃষ্টিতে মাসিক নিয়মিতকরণ-মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোর ভালো চর্চা ও অনুশীলন বিনিময় প্রকল্প:**
১। বাংলাদেশ মহিলা কল্যাণ সংস্থা (বিএমকেএস), বরিশাল
২। মাল্টিপারপাস সোসিও ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন (এমসিডা), মৌলভীবাজার, শ্রীমঙ্গল
৩। ম্যানিফোল্ড এসিসট্যান্ট সেন্টার ফর বাংলাদেশ (ম্যাক), মৌলভীবাজার, শ্রীমঙ্গল
৪। প্রচেষ্টা, মৌলভীবাজার (শ্রীমঙ্গল)
৫। চা জনগোষ্ঠী আদিবাসী ফ্রন্ট, মৌলভীবাজার (শ্রীমঙ্গল)
৬। শাহেবগঞ্জ নারীদল, সিবিও, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল
৭। তারুণ্যের কণ্ঠস্বর, সিবিপ, বরিশাল, বাকেরগঞ্জ
৮। স্যোসাল আপলিফ্টমেন্ট ভলান্টারি অর্গানাইজেশন (এসইউভিও), বরিশাল সদর
৯। সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট এন্ড হিউমেন ডেভেলপমেন্ট, মৌলভীবাজার, শ্রীমঙ্গল

**ঘ. অধিকার এখানে, এখনই প্রকল্প:**
১. আদর্শ মানব সেবা সংস্থা, পটুয়াখালী সদর পটুয়াখালী
২. অন্বেষা সমাজ সেবা সংঘ, দশমিনা, পটুয়াখালী
৩. জাগো নারী, বরগুনা সদর, বরগুনা
৪. নজরুল স্মৃতি সংসদ (এনএসএস), আমতলী, বরগুনা
৫. সংকল্প ট্রাস্ট, পাথরঘাটা, বরগুনা।
৬. বরিশাল মহিলা কল্যাণ সংস্থা, বরিশাল সদর, বরিশাল
৭. চিলড্রেন এন্ড ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (সাইডো) রাজাপুর, ঝালকাঠি।
৮. সেতু, কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া
৯. স্বাবলম্বী উন্নয়ন সমিতি , নেত্রকোনা সদর, নেত্রকোনা
১০. মৌলভীবাজার চা জনগোষ্ঠী আদিবাসী ফ্রন্ট, মৌলভীবাজার সদর, মৌলভীবাজার
১১. ইয়ুথ পাওয়ার ইন বাংলাদেশ, ভোলা সদর, ভোলা।

**ঙ. পোশাক শিল্পে নারী শ্রমিকের ন্যায্যতা প্রাপ্তি প্রকল্প:**
১. বিকশিত নারী সংস্থা, সদর, গাজীপুর
২. আউচপাড়া জাগ্রত সমাজ কল্যাণ সংস্থা, সদর, গাজীপুর
৩. প্রথমা নারী উন্নয়ন সংস্থা, সদর, গাজীপুর
৪. উদয়ন নারী কল্যাণ সংস্থা, সদর, গাজীপুর
৫. নব আলোক নারী মেলা, সদর, গাজীপুর
৬. সূর্যশিখা নারী উন্নয়ন সংস্থা, সদর, গাজীপুর
৭. করবী নারী উন্নয়ন সংস্থা, সদর, গাজীপুর
৮. স্বপ্না যুব নারী সংস্থা, সদর, গাজীপুর
৯. অভিযাত্রা নারী উন্নয়ন সংস্থা, সদর, গাজীপুর
১০. প্রভাতি গৃহায়ন নারী উন্নয়ন সংস্থা, সদর, গাজীপুর
১১. অগ্নিবীণা নারী কল্যাণ সংস্থা, সদর, গাজীপুর
১২. জাগরণী নারী উন্নয়ন সংস্থা, সদর, গাজীপুর
১৩. ব্রাইট ফিউচার নারী উন্নয়ন সংস্থা, সদর, গাজীপুর
১৪. ধ্রুবতারা নারী উন্নয়ন সংস্থা, সদর, গাজীপুর
১৫. গাজীপুর ফেডারেশন নারী উন্নয়ন সংস্থা, সদর, গাজীপুর
১৬. মহিলা সেবা সংঘ, গাজীপুর
১৭. চান্দরা মহিলা উন্নয়ন সমিতি, সদর, গাজীপুর
১৮. কলমেশ্বর নারী উন্নয়ন সংস্থা, সদর, গাজীপুর
১৯. নাফিসা মহিলা উন্নয়ন সংস্থা,গাজীপুর
২০. পূর্ব ধীরাশ্রম দুস্থ নারী উন্নয়ন সংস্থা, সদর, গাজীপুর
২১. কালিয়াদহ আদর্শ মহিলা সমিতি, কালিয়াকৈর, গাজীপুর
২২. আগমনী মহিলা সমিতি, কালিয়াকৈর, গাজীপুর
২৩. কাতলাপুর মহিলা উন্নয়ন সমিতি, সাভার
২৪. নবীন মহিলা সমিতি, সাভার
২৫. অবন্তী নারী কল্যাণ সমিতি, সাভার
২৬. বনপুকুর মহিলা সমিতি, সাভার
২৭. বংশাল মহিলা সমিতি, সাভার
২৮. পল্লী ও পরিবেশ উন্নয়ন সংস্থা, সাভার
২৯. ভাস্ট, সাভার

**চ. নারীর এগিয়ে চলা প্রকল্প:**
১. তরঙ্গ মহিলা কল্যাণ সংস্থা, জামালপুর
২. স্যোসাল এসোশিয়েশন ফর রুরাল এডভান্সমেন্ট (সারা), ময়মনসিংহ
৩. এফোর্টস ফর রুরাল এডভান্সমেন্ট (ইরা), সুনামগঞ্জ
৪. ডিডিএস ফাউন্ডেশন, কাইখালী, পিরোজপুর

**ছ. নারী ও যুব অধিকার অর্জনে সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্প:**
১. দূর্বার মহিলা সংস্থা, কিশোরগঞ্জ
২. স্বনির্ভর নারী কল্যাণ সংস্থা, শেরপুর
৩. সেবা বুটিক শপ, ফরিদপুর
৪. এ্যসোসিয়েশন ফর রুরাল ডেভলপমেন্ট (এআরডি),ব্রাহ্মণবাড়িয়া
৫. একতা মহিলা উন্নয়ন সংস্থা, নাটোর
৬. পারিবারিক আয় উন্নয়ন মহিলা সংস্থা (ফিডা), লালমনিরহাট
৭. অগ্রযাত্রা মহিলা উন্নয়ন সমিতি, বাগেরহাট
৮. টিএমএসএস, বগুড়া
৯. হার্ড কোর পিপল ডেভলপমেন্ট অরগানাইজেশন (এইচপিডিও), জয়পুরহাট
১০. ওয়েলফেয়ার এফোর্টস, ঝিনাইদহ
১১. জয়তী সোসাইটি, যশোর
১২. কান্ডারী মহিলা উন্নয়ন সংস্থা, গাইবান্ধা

## নারীপক্ষর কর্মীদল

২০২৩-২০২৪ প্রতিবেদন সময়কালে মোট ৬২ জন কর্মী সাংগঠনিক ও প্রকল্প কর্মসূচি বাস্তবায়নে কর্মরত আছেন। এছাড়া প্রকল্প শেষ হওয়ায় ও অব্যাহতি নিয়ে চলে যাওয়া কর্মীর সংখ্যা মোট ১২ জন। জুলাই ২০২৩ থেকে জুন ২০২৪ পর্যন্ত মোট আটজন তরুণ নারী শিক্ষানবীশ নারীপক্ষ'র সাথে কাজ করেছে। এর মধ্যে সাংগঠনিক শক্তিবৃদ্ধি ও কর্মজাল প্রসার কর্মসূচিতে ৪ জন এবং অধিকার এখানে, এখনই প্রকল্পে ৪ জন। নারীপক্ষ'র আদর্শ, মূল্যবোধ ও নারীঅধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে নতুন প্রজন্মের চেতনায় ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে নারীপক্ষ'র শিক্ষানবীশদের কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

## নারীপক্ষর চলমান অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম

নারীপক্ষ বর্তমানে বিভিন্ন স্তরে নীতিগত ও আইনগত সংস্কারের লক্ষ্যে সক্রিয় অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সংগঠনের সদস্য কামরুন নাহার ধর্ষণ সংক্রান্ত আইন সংস্কারের জন্য কাজ করছেন, যাতে আইনি প্রক্রিয়া অধিকতর সংবেদনশীল ও কার্যকর হয়। অন্যদিকে, রীতা দাশ রায় সরকার ও এনজিও সমন্বয়ের মাধ্যমে পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধে নীতি বিশ্লেষণ ও সংস্কারের ওপর গুরুত্ব দিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। মাহীন সুলতান, সদস্য, নারীপক্ষ শ্রমজীবী নারীদের অধিকার ও ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থেকে শ্রম আইন ও নীতির সংস্কারে অবদান রাখছেন। রীনা রায়, সদস্য, নারীপক্ষ হিন্দু আইন সংস্থার নিয়ে কাজ করেছেন। এসব অ্যাডভোকেসি উদ্যোগ নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার পথে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

## আমাদের শিক্ষণ

নারীর উপর সহিংসতা প্রতিরোধ ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় নারীপক্ষ সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার জন্য কাজ করছে। নারীপক্ষ ও সহযোগী সংগঠনসমূহ তাদের কর্মসূচিতে তরুণদের সম্পৃক্ত করে নারী-স্বাস্থ্য, অধিকার, সহিংসতা প্রতিরোধ এবং সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এই অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া শিক্ষা নারীপক্ষ'র ভবিষ্যতের কর্মপন্থা নির্ধারণে সহায়ক হবে।

সহিংসতার শিকার নারীদের পাশে দাঁড়িয়ে তরুণরা মানসিক সহায়তা ও প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে সহায়তা করছে। এতে নারীরা ঘুরে দাঁড়ানোর শক্তি পাচ্ছে।

স্থানীয়ভাবে দুর্বারের গ্রহণযোগ্যতা থাকায় গণমাধ্যম, সেবাদানকারী, তরুণ ও জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে কর্মসূচি সফল হয়েছে।

রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও নির্বাচনী সময়সূচির কারণে সময়মতো কর্মসূচি বাস্তবায়নে বিঘ্ন ঘটে।

জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক, মানবাধিকার কর্মী ও সংগঠনের সমন্বয়ে কাজ সহজ হয়।

তরুণ নারীনেতারা কর্মশালা, দাওয়াতপত্র বিতরণ, সভা পরিচালনা ইত্যাদির মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন করেছে।

মাসিক নিয়মিতকরণ ও প্রজনন স্বাস্থ্য নিয়ে আলোচনা করতে ধর্ম, সংস্কৃতি ও ভাষার প্রেক্ষাপট বিবেচনা জরুরি।

বার্ষিক পরিকল্পনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ তাদের আত্মবিশ্বাস ও সৃজনশীলতাকে উজ্জীবিত করেছে।

টকশো ও মিডিয়ার মাধ্যমে তরুণদের দক্ষতা ও নেতৃত্ব পরিবারের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়েছে।

স্থানীয় প্রশাসনের সম্পৃক্ততা যৌনকর্মীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

## সীমাবদ্ধতা ও সম্ভাবনা

সমাজে নারীর প্রতি বিদ্যমান বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি এখনও বড় বাধা।

যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য, মাসিক সেবা নিয়ে আলোচনা করতে তরুণীরা এখনো সংকোচ বোধ করে।

স্থানীয় ভাষা ও শিক্ষা সীমাবদ্ধতার কারণে রোহিঙ্গা তরুণীদের সঙ্গে কার্যকর যোগাযোগ কঠিন।

অনেক যৌনকর্মী নিরাপদ আশ্রয়, মনোসামাজিক সহায়তা ও বিকল্প আয়ের সুযোগ থেকে বঞ্চিত।

রাজনৈতিক অস্থিরতা, কর্মকর্তাদের বদলি ও প্রশাসনিক জটিলতা কর্মসূচি ব্যাহত করেছে।

যুদ্ধসন্তানদের স্বল্প সম্পৃক্ততা তাদের কার্যকর ভূমিকা নিতে বাধা সৃষ্টি করেছে।

নারীর উপর সহিংসতা প্রতিরোধে তরুণদের সক্রিয় সম্পৃক্ততা, স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ, প্রশাসনিক সহযোগিতা এবং সাংগঠনিক প্রস্তুতি একটি কার্যকর পথ খুলে দেয়। তবে এখনও নানা ধরনের সামাজিক ও কাঠামোগত বাধা রয়েছে, যা দূর করতে সমন্বিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। প্রকল্পের অভিজ্ঞতা আমাদের দেখিয়েছে যে, যথাযথ কৌশল ও অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সহিংসতা প্রতিরোধে টেকসই অগ্রগতি সম্ভব।

## নারীপক্ষ'র নতুন প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা

নারীপক্ষ বৃহত্তর নারী আন্দোলন গড়ে তুলতে ২০২৩ - ২০২৮ সাল পর্যন্ত ৫ বৎসরের জন্য বিস্তারিত কৌশলগত পরিকল্পনা তৈরি করেছে। এই কৌশলপত্রে বিবৃত স্বপ্ন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে নারীপক্ষ নারী আন্দোলনে দেশব্যপী নেতৃত্ব দিবে, নেটওয়ার্ক ও নারী অধিকার আদায়ে দেন-দরবারকে শক্তিশালী করবে এবং নারীপক্ষ'র মূল পরিকল্পিত বিষয়সমূহে (সহিংসতামুক্ত নারীর জীবন, নারীর অর্থনৈতিক অধিকার ও নারীর স্বাস্থ্য ও অধিকার) অবদান রাখে এমন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে।

## আমাদের সফলতার গল্প

### সফলতার গল্প-১: "স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতা তৈরীতে সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়ায় তরুণদের অংশগ্রহণ"

নারীপক্ষ'র অধিকার এখানে, এখনই (RHRN-2) প্রকল্পের আওতায় স্থানীয় পর্যায়ে স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়ন ও জবাবদিহিতা তৈরিতে ৯টি জেলার ২৭টি উপজেলার ১০৮টি ইউনিয়ন পরিষদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক স্থায়ী কমিটি এবং ২৭টি হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা কমিটি সক্রিয়করণের কাজ করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে উক্ত কমিটিগুলোর সক্রিয়তার তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে দেখা যায় যে, বেশীর ভাগ কমিটি সক্রিয় নয়, এমনকি কোন কোন কমিটি গঠন করা হয় নাই। এছাড়াও কমিটির সদস্যগণ তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জানেন না, ফলে সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয় না ও কোন কার্যক্রম পরিচালিত হয় না। ফলে স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না। এ পরিস্থিতিতে কমিটিসমূহকে সক্রিয়করণে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে অবহিতকরণ সভা করা হয়। সভায় স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান পর্যবেক্ষণ এর যে সমস্যাগুলি পাওয়া যায় তার মধ্যে অন্যতম কয়েকটি হলো- সেবাদানকারীদের সময়মতো কেন্দ্রে উপস্থিত না হওয়া, কিশোর-কিশোরীদের সাথে বন্ধুসুলভ আচরণ না করা, অবৈধ লেনদেন, প্রয়োজনীয় ওষুধ না থাকা, চিকিসিৎক বা অভিজ্ঞ নার্স এর পরিবর্তে আয়া দিয়ে চেক-আপ করানো, স্বাস্থকেন্দ্র কার্মদিবসগুলিতেও বন্ধ থাকা, কিশোর-কিশোরীদের অগ্রাধিকার না দেয়া এবং ওষুধ কোম্পানীর প্রতিনিধিদের অতিরিক্ত উপস্থিতি ইত্যাদি উপস্থাপন করা হয়। উক্ত সমস্যাগুলো সমাধানের করণীয় নিয়ে আলোচনাকালে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণের জন্য কমিটিতে স্থানীয় তরুণদের কো-অপ্ট সদস্য হিসেবে অর্ন্তভুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়। তারুণ্যের কণ্ঠস্বর এর সদস্যগণ বলেন "আমরা উক্ত কমিটির সদস্য হলে আমরা আমাদের

সমস্যাগুলো নিজেরাই চিহ্নিত করে কমিটির সভায় আলোচনা করতে পারবো"। এছাড়াও এলাকার একজন নাগরিক হিসেবে স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতা তৈরীতে ভূমিকা রাখতে পারবো।

কমিটির সদস্যগণ নিজেদের দায়িত্ব-কর্তব্য এবং পরিপত্র সম্পর্কে অবগত ছিলেন না বিধায় তরুণদের এই প্রস্তাবে রাজী হন নাই। তারা বলেন, সরকারী পরিপত্র অনুযায়ী সাত জন সদস্য নিয়ে কমিটি গঠন করা হবে। পরবর্তী পরিপত্রে উল্লেখিত কো-অপ্ট হিসেবে সদস্য নেয়ার বিষয়টি নিয়ে কয়েক দফায় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং কমিটির সদস্যদের সাথে আলোচনা ও দেন-দরবার করার ফলে কমিটিতে তারুণ্যের কণ্ঠস্বর প্ল্যাটফর্ম এর সদস্যের মধ্যে ১-২ জনকে কো-অপ্ট সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার আশ্বাস দেন।

যার ফলে- ৫৪ টি ইউনিয়ন পরিষদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক স্থায়ী কমিটিতে ৮০ জন এবং ১টি হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা কমিটিতে ২জনসহ মোট ৫৫টি কমিটিতে ৮২ জন তারুণকে কো- আপ্ট সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে তরুণরা কমিটির সভায় স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের সমস্যাগুলো তুলে ধরে পারছে, যা তরুণ ও কিশোর-কিশোরীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার আদায়ে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

### সফলতার গল্প-২: "তরুণদের উদ্যোগী ভূমিকাই যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়ন সম্ভব"

নারীপক্ষ'র অধিকার এখানে, এখনই (RHRN) প্রকল্পের আওতায় ৮টি জেলার ২৪টি উপজেলায় স্থানীয় পর্যায়ে প্রমাণ ভিত্তিক দেন-দরবার, স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়ন এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতা তৈরীর জন্য বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের মাধমে দক্ষতাবৃদ্ধি করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় তরুণরা স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের বর্তমান অবস্থা জানার জন্য তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে দেখতে পায় যে, ঝালকাঠি জেলার শেখেরহাট ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রটি প্রায় সময় বন্ধ থাকে এবং মাঝে মাঝে যখন খোলা থাকে তখন বেশিরভাগ সময় সেবাদানকারীদের পাওয়া যায় না।

তরুণরা বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে শুরু করে এবং স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়নে কী করা যায়, তা নিয়ে একটি পরিকল্পনা করে। পরিকল্পনা অনুযায়ী জেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও সেখান থেকে কোনো কার্যকর তথ্য বা সহযোগিতা পাওয়া যায় নাই।

পরবর্তীতে বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় পর্যায়ে সংবাদকর্মীদের সাথে বৈঠকে আলোচনা করা হয়। বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সময় টেলিভিশন এর সাংবাদিক পলাশ রায় ঝালকাঠি জেলার তরুণদের সাথে নিয়ে বিভিন্ন সময়ে শেখেরহাট স্বাস্থ্য কেন্দ্রসহ ১০টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিকল্যাণ কেন্দ্র পর্যবেক্ষণ করেন এবং বিষয়টি নিয়ে ১টি তথ্যচিত্র ধারণ করেন। তথ্যচিত্রটি নিয়ে জেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার সাক্ষাৎ করার পর তিনি বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখেন এবং কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি তরুণদের এই কাজকে সাধুবাদ জানান এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের দায়িত্ববোধ জোরদার করা ও কিশোর-কিশোরীদের জন্য প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা হবে বলে আশ্বাস প্রদান করেন। তথ্যচিত্রটি "ঝালকাঠি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের বেহাল দশা" শিরোনামে ১০ অক্টোবর ২০২৩ সময় টেলিভিশনে প্রচার করা হয়েছে।

# নারীপক্ষ'র কাঠামো

বর্তমানে নারীপক্ষ'র মোট সদস্য ১১২ জন এর মধ্যে
সাধারণ সদস্য ৮৪ জন ও প্রাথমিক সদস্য ২৮ জন

গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নারীপক্ষ'র
কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য ১১ জন:
সভানেত্রী: গীতা দাস
কোষাধ্যক্ষ: রেহানা সামদানী,
আন্দোলন সম্পাদক: সাফিয়া সুলতানা আজীম,
প্রকল্প সম্পাদক: রীতা দাশ রায়
প্রচার সম্পাদক: মাহফুজা মালা।

দাতা ও সহযোগি সংস্থাসমূহ
Europian Union
Rutgers Netherlands
CAFOD
Amplify Change
Center for Reproductive Rights (CRR)
Foundation for a just Society Equality Fund (Canada)

নেটওয়ার্ক (জাতীয় ও আন্তর্জাতিক)
নারী সংগঠনসমূহের জাতীয় নেটওয়ার্ক ফাউন্ডেশন: দুর্বার
যৌন কর্মীদের মানবাধিকার রক্ষার দাবীতে তৈরিকৃত মোর্চা- সংহতি
সজাগ কোয়ালিশন
রোহিঙ্গা নারীদের পাশে আমরা
ক্ষুব্ধ নারী সমাজ
নারীদিবস ও নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রতিবাদ দিবস কমিটি
ARROW
Strengthening the Sex workers movement in Bangladesh (Regional)

# আর্থিক প্রতিবেদন

TKZ Toha Khan Zaman & Co.
Chartered Accountants

**NARIPOKKHO**
**CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION**
**AS AT 30 JUNE 2024**

| Particulars | Notes | Amount (TK.) 2023-2024 | Amount (TK.) 2022-2023 |
|---|---|---|---|
| **PROPERTY AND ASSETS:** | | | |
| FIXED ASSETS | 4 | 12,326,771 | 12,706,792 |
| INVESTMENT IN FDR- N P | 5 | 26,112,272 | 24,920,290 |
| INVESTMENT IN FDR- G F | 6 | 2,367,053 | 2,236,611 |
| CURRENT ASSETS: | | | |
| Advance, Deposit & Prepay. | 7 | 3,925,623 | 5,601,235 |
| Inventory | | 7,071 | 7,071 |
| Loan to Verious Project (C) | 8 | 394,192 | 1,923,848 |
| Salary Receivable from Project | | 488,479 | 488,479 |
| Cash and Bank Balances | 9 | 58,400,335 | 56,626,222 |
| **Total Taka:** | | **104,021,796** | **104,510,549** |
| **FUND AND LIABILITIES:** | | | |
| FUND ACCOUNT | 10 | 89,930,436 | 90,387,708 |
| GRATUITY FUND | 11 | 4,801,862 | 3,904,007 |
| CURRENT LIABILITIES: | | | |
| Loan from General Fund (C) | 12 | 2,777,026 | 3,469,723 |
| Provision for Expenses | 13 | 3,986,953 | 3,806,634 |
| Tax & VAT Payable | | 3,470 | 3,470 |
| Liability for Expenses (Interest) | | 22,852 | 22,852 |
| Loan from SPO | | 1,284,758 | 1,284,758 |
| Outstanding Liability | 14 | 1,202,149 | 1,202,149 |
| Payable to Naripokkho | | - | 201,220 |
| Bank Inte. Payable to Donor | | 12,289 | 228,030 |
| **Total Taka:** | | **104,021,796** | **104,510,550** |

1.00 Figures have been rounded off to the nearest taka.
2.00 Annexed notes form part of the financial statements.

Sayema Hasnin
**Deputy Director (Finance & Admin)**
Naripokkho

**President**
Naripokkho

Signed in terms of our separate report of even date annexed.

**Toha Khan Zaman & Co.**
Chartered Accountants
Registration No.4/52/ICAB-72

**(Syed Jamal Uddin Haider, FCA)**
Senior Partner
Enrolment No.277

Dated, Dhaka
02 February 2025

Toha Khan Zaman & Co. Dhaka Chartered Accountants

Toha Khan Zaman & Co.
Chartered Accountants

**NARIPOKKHO**
**CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME**
**FOR THE YEAR ENDED 30 JUNE 2024**

| Particulars | Notes | Amount (TK.) 2023-2024 | Amount (TK.) 2022-2023 |
|---|---|---|---|
| **INCOME:** | | | |
| Fund Received from Donor | 15 | 97,974,765 | 84,046,504 |
| Donor Grants | 16 | 74,418,599 | 76,995,624 |
| Honorarium Received | | 4,114,441 | 3,968,793 |
| Donation Received | | 3,897,679 | 3,684,000 |
| Members' Contribution | | 1,110,649 | 1,509,741 |
| Interest on FDR | | 1,477,434 | 1,161,873 |
| Other Income | 17 | 1,385,207 | 1,486,714 |
| Bank Interest | | 47,658 | 41,567 |
| Loan from Naripokkho | | - | 88,443 |
| Subscription | | - | 14,020 |
| Received against Expanses of Different Project | | 2,564,951 | 6,321,106 |
| **Total Taka:** | | 186,991,384 | 179,318,386 |
| **EXPENDITURE:** | | | |
| Program Activities | 18 | 59,228,865 | 34,416,229 |
| Personnel Cost | 19 | 26,817,085 | 23,875,256 |
| Administrative Cost | 20 | 20,305,991 | 21,843,370 |
| Professional & Other Legal | 21 | 420,529 | 362,183 |
| Fixed asset | | - | 1,304,414 |
| Honorarium | | 4,416,240 | 2,763,879 |
| Other Cost | | 1,584,306 | 378,026 |
| Project Expense | | 73,419,217 | 64,336,348 |
| Bank Charge | | 22,017 | 18,641 |
| Excise Duty | 5 | 21,950 | 21,000 |
| Planning,Monitoring & Evaluation Learning | | | 745,437 |
| Programme Coordination | | | 256,525 |
| TDS | | 263,502 | 217,846 |
| Depreciation | 4 | 962,189 | 906,869 |
| **Total Expenditure:** | | 187,461,892 | 151,446,023 |
| Surplus/(Deficit) of Income over Exp. | 10 | (4,368,187) | 27,872,363 |
| **Total Taka:** | | 186,991,384 | 179,318,386 |

1.00 Figures have been rounded off to the nearest taka.
2.00 Annexed notes form part of the financial statements.

**Deputy Director (Finance & Admin)**
Naripokkho

**President**
Naripokkho

Signed in terms of our separate report of even date annexed.

**Toha Khan Zaman & Co.**
Chartered Accountants
Registration No.4/52/ICAB-72

**(Syed Jamal Uddin Haider, FCA)**
Senior Partner
Enrolment No.277

Dated, Dhaka
02 February 2025

Toha Khan Zaman & Co. Dhaka Chartered Accountants

Toha Khan Zaman & Co.
Chartered Accountants

# NARIPOKKHO
## CONSOLIDATED STATEMENT OF RECEIPT AND PAYMENT
## FOR THE YEAR ENDED 30 JUNE 2024

| Particulars | Notes | Amount (TK.) 2023-2024 | Amount (TK.) 2022-2023 |
|---|---|---|---|
| **RECEIPTS:** | | | |
| Opening Balance: | | | |
| Cash in Hand | 10 | 20,000 | 20,000 |
| Cash at Bank | 10 | 56,606,225 | 32,679,989 |
| Advance Realized | 7 | 6,275,871 | 1,345,259 |
| Loan Realized | 8 | 6,677,048 | 7,168,451 |
| Loan from Naripokkho | 13 | 5,573,917 | 8,028,121 |
| Fund Received from Donor | 17 | 97,652,568 | 91,715,112 |
| Donor Grants | 18 | 74,418,599 | 68,744,645 |
| Honorarium and Management Cost Received | | 4,114,441 | 3,968,793 |
| Donation Received (Local) | | 3,897,679 | 3,684,000 |
| Advance Received | | 13,422,190 | 1,808,048 |
| Gratuity Deposited | | 1,027,303 | 939,473 |
| Bank Interest | | 51,913 | 41,878 |
| Service Charge | 19 | - | - |
| Members Contribution | | 1,110,649 | 1,509,741 |
| Other Income | 20 | 1,385,207 | 1,486,714 |
| Advance Adjustment | | - | 2,900,855 |
| Gratuity Interest Received | | 40,053 | 25,155 |
| Subscription | | - | 14,020 |
| Received against Expanses of Different Project | | 2,564,951 | 6,321,106 |
| **Total Taka:** | | **274,838,614** | **232,401,360** |
| **PAYMENTS:** | | | |
| Program Activities | 21 | 58,087,575 | 32,263,307 |
| Personnel Cost | 22 | 26,388,639 | 23,421,901 |
| Administrative Cost | 23 | 19,786,991 | 20,459,100 |
| Honorarium | | 4,416,240 | 2,763,879 |
| Fixed Asset | | 582,169 | 1,716,004 |
| Advance Paid | 7 | 18,022,448 | 8,310,376 |
| Loan to Project | 8 | 5,073,180 | 8,120,725 |
| Loan Paid to Naripokkho | 13 | 6,266,614 | 6,750,959 |
| Provision Paid | 14 | 3,244,410 | 3,452,129 |
| Previous Year Adjustment | | - | 172,921 |

TKZ **Toha Khan Zaman & Co.**
Chartered Accountants

| Particulars | Notes | Amount (TK.) 2023-2024 | Amount (TK.) 2022-2023 |
|---|---|---|---|
| Project Expense | | 73,419,217 | 64,336,348 |
| Gratuity Paid | 12 | 289,440 | 196,381 |
| FDR Open with Gratuity Fund | | - | 500,000 |
| Paid from Provision | | | 150,000 |
| Professional & Legal Exps. | 24 | 420,529 | 362,183 |
| Other Cost/ Overhead | | 408,308 | 226,276 |
| Payable for Expense | | - | 1,548,274 |
| Planning,Monitoring & Evaluation Learning | | - | 745,437 |
| Programme Coordination | | - | 256,525 |
| TDS | | 6,008 | 3,773 |
| Bank Charge | | 26,513 | 18,641 |
| **Total Payments Tk.:** | | **216,438,280** | **175,775,139** |
| **Closing Balance:** | | | |
| Cash in Hand | 10 | 20,000 | 20,000 |
| Cash at Bank | 10 | 58,380,333 | 56,606,222 |
| **Total Taka:** | | **274,838,614** | **232,401,360** |

1.00 Figures have been rounded off to the nearest taka.
2.00 Annexed notes form part of the financial statements.

Sayema Hassin
**Deputy Director (Finance & Admin)**
Naripokkho

**President**
Naripokkho

Signed in terms of our separate report of even date annexed.

**(Toha Khan Zaman & Co.)**
Chartered Accountants
Registration No.4/52/ICAB-72

**(Syed Jamal Uddin Haider, FCA)**
Senior Partner
Enrolment No.277

Dated, Dhaka
02 February 2025

Toha Khan Zaman & Co. Dhaka Chartered Accountants

অলংকরণ ও অঙ্গসজ্জা: **মোঃ হাবিবুর রহমান**